International Labour Organization | BetterWork | Cornell University ILR School

ILO brief

গবেষণা সংক্ষেপ

অক্টোবর ২০২০

সাপ্লাই চেইন তরঙ্গ প্রভাবঃ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোভিড-১৯ কিভাবে পোশাক শ্রমিক ও কারখানাগুলোকে প্রভাবিত করছে*

মূল বিষয়সমূহঃ

- কোভিড-১৯ সংকট বিশেষত এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পোশাক খাতকে কঠিনভাবে আঘাত করছে। এতে সরবরাহ চেইনের লক্ষ লক্ষ শ্রমিক এবং প্রতিষ্ঠান প্রভাবিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন মাত্রায় এর "লহরী প্রভাব" লক্ষ্য করা যাচ্ছে।
- ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অঞ্চলের প্রায় দুইজন গার্মেন্টস শ্রমিকের মধ্যে একজন এমন দেশে বাস করত, যেখানে পোশাক কারখানাসহ সমস্ত কর্মক্ষেত্রগুলি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ রয়েছে। **এই অঞ্চলে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের প্রায় অর্ধেক চাকরি সেইসব দেশগুলির দেশীয় বা বিদেশী ভোক্তাদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল ছিল, যেসব দেশে অত্যন্ত কঠোর লকডাউন ব্যবস্থা নিতে হয়েছে বা হচ্ছে,** যেখানে খুচরা বিক্রিতেও তীব্র হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে।
- **২০২০ সালের প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী পোশাক বাণিজ্য কার্যত ধসে পড়ে।** কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এশিয়ার পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলি থেকে প্রধান ক্রয়কারী দেশগুলিতে আমদানি ৭০ শতাংশের মতো কমে গেছে। সঙ্কটের শুরুতে ক্রেতাদের অর্ডার বাতিল করা অতি সাধারণ একটি ব্যাপার ছিল। পোশাক প্রস্তুতকারকরাও তাদের আমদানিকৃত কাঁচামালের সরবরাহে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত ব্যাঘাতের সম্মুখীন হয়েছে।
- অস্থায়ীভাবে বা স্থায়ীভাবে হাজার হাজার সরবরাহকারী কারখানা বন্ধ থাকায়, শ্রমিক ছাঁটাই এবং বরখাস্তের ঘটনা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। যে কারখানাগুলি পুনরায় চালু হয়েছে, সেগুলিতেও কর্মশক্তি হ্রাস পেয়েছে। **সাধারণ শ্রমিকরা কমপক্ষে দুই থেকে চার সপ্তাহের কাজ হারায় এবং পাঁচজনের মধ্যে মাত্র তিনজনকে কারখানায় পুনরায় কাজে বহাল করা হয়।** ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে যারা কাজে বহাল ছিল, **তাদের উপার্জন কমে যাওয়া এবং মজুরি পেতে দেরি হওয়াও সাধারণ ঘটনা ছিল।**
- **মহিলারা এই অঞ্চলের গার্মেন্টস কর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জুড়ে রয়েছে এবং তারা অসমভাবে সংকট দ্বারা প্রভাবিত,** যা কাজের চাপ, পেশাগত পৃথকীকরণ, অবৈতনিক পরিচর্যার কাজের বন্টন এবং উপার্জনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
- **যদিও অনেক কারখানা কোভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারপরেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে, পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থাগুলি অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।**
- কিছু দেশে পোশাক খাতে নিম্ন স্তরের যৌথ দর কষাকষি এবং সংগঠন করার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিধিনিষেধ অব্যাহত রয়েছে। **সামাজিক সংলাপ কেবলমাত্র সেই দেশেই কার্যকর হয়েছে যেখানে সংলাপ কাঠামো বা উদ্যোগ বিদ্যমান রয়েছে।**
- **এই অঞ্চলের সরকারগুলি বিভিন্ন মাত্রায় কর্মী এবং উদ্যোগগুলিকে সমর্থন করার মধ্য দিয়ে এই সঙ্কট মোকাবেলায় পদক্ষেপ নিয়েছিল,** তবে এই সমর্থনটি যথেষ্ট কিনা তা এখনও দেখা বাঁকি। **সক্রিয় হবার বৈশ্বিক আহ্বান হলো সঙ্কটের সময় কারখানা এবং শ্রমিকদের সহায়তা করার জন্য একটি শিল্প-ব্যাপী প্রয়াস,** যার জন্য পোশাক সাপ্লাই চেইন স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ফলোআপ এবং পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার থাকা প্রয়োজন।
- **আইএলও নীতি সুপারিশমালা এবং টুলকিটগুলি সঙ্কট প্রকাশের সাথে সাথে সরকার এবং সামাজিক অংশীদারদের আরও নির্দেশিকা প্রদান করতে** পারে এবং এই শিল্পকে আরও স্থিতিস্থাপক এবং টেকসই কোভিড-১৯-পরবর্তী ভবিষ্যত গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

* এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণটি লিখেছেন জেমস লোয়েল জ্যাকসন, জেসন জুড (উভয় কর্নেল ইউনিভার্সিটি, স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড লেবার রিলেশনে নতুন কথোপকথন প্রকল্প) এবং ক্রিশ্চিয়ান ভিজেলাহান (আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও বিশ্লেষণ ইউনিট (আরইএসএ), এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আইএলও আঞ্চলিক অফিস।) এটি কর্নেল ইউনিভার্সিটির সাথে আইএলও-এর একটি যৌথ গবেষণা প্রকল্পের একটি আউটপুট, যার সমন্বয়ে জেফরি আইজেনব্রান, আরিয়ানা রসি (উভয়ই বেটার ওয়ার্ক), ক্রিশ্চিয়ান ভিজেলাহান (আরইএসএ) এবং ডেভিড উইলিয়ামস (আইএলও-সিডা ডিসেন্ট ওয়ার্ক ইন গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনস এশিয়া প্রকল্প)।

ভূমিকা

এই সারসংক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের শ্রমিক ও কারখানার উপর কোভিড-১৯ সঙ্কটের প্রভাব মূল্যায়ন করা।[1] বিশ্বব্যাপী দেশগুলোতে ভাইরাসের সর্বোচ্চ মাত্রা রেকর্ড করা এবং আগের যে প্রভাবগুলি নিয়ন্ত্রনে আনা গিয়েছিলো, সেগুলিতে এখন দ্বিতীয় তরঙ্গের আবির্ভাব দেখা যাওয়ার সাথে সাথে কোভিড-১৯ সঙ্কট এই শিল্পকে কঠিনভাবে আঘাত করে চলেছে, যার ফলে এশিয়ান উৎপাদন কেন্দ্রে হাজার হাজার কারখানা এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক প্রভাবিত হচ্ছে।

বিশেষ করে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল পোশাক শিল্পে সংকটের প্রতিকূল প্রভাবের সামনে ঝুঁকির মুখে রয়েছে, কারণ এটি বিশ্বের মোট পোশাক রপ্তানির ৬০ শতাংশের দাবিদার-যা একে "বিশ্বের বস্ত্র কারখানা" হিসাবে চিহ্নিত করেছে (আইএলও, ২০১৭)।[2] এই অঞ্চলের কিছু দেশের পোশাক খাত উত্পাদন মূল্য সংযোজন এবং পণ্য রপ্তানির অর্ধেকেরও বেশি দখল করে আছে।

▶ **চিত্র-১ পোশাক খাত রপ্তানি এবং মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের একটি বড় অংশের উৎস**

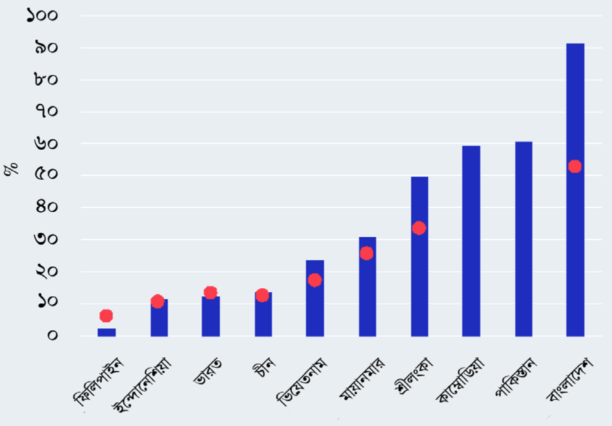

▶ পণ্য রপ্তানিতে অংশ (২০১৯)
● মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনে অংশ (সর্বশেষ প্রাপ্ত বছরের জন্য)

দ্রষ্টব্যঃ রপ্তানি এবং মূল্য সংযোজিত পণ্যের উপাত্ত আইএসআইসি ১৩-১৫ নির্দেশ করে

উৎসঃ ইউএনআইডিও শিল্প পরিসংখ্যানের আন্তর্জাতিক বর্ষবই থেকে নেয়া ইউএনসিটিএডি, বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক তথ্যভাণ্ডার

মূল কর্মসংস্থান চিত্র

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পোশাক খাত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানসহ আয় ও কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। ২০১৯ সালে এই অঞ্চল গার্মেন্টস সেক্টরে আনুমানিক ৬৫ মিলিয়ন শ্রমিক, তথা বিশ্বব্যাপী সমস্ত গার্মেন্টস সেক্টরের ৭৫ শতাংশ শ্রমিক নিয়োগ করেছে।[3]

সামগ্রিকভাবে, এই অঞ্চলের মোট কর্মসংস্থানের ৩.৪ শতাংশ কর্মসংস্থান পোশাক খাতে হয়েছে (যেখানে এ অঞ্চলের বাইরের কর্মসংস্থানের অংশ মাত্র ১.৬ শতাংশ), যা উত্পাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের ২১.১ শতাংশ। মোট কর্মসংস্থানে গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের অংশ সবচেয়ে বেশি দক্ষিণ এশিয়ায় (৪.৩ শতাংশ), তারপর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (৩.৭ শতাংশ) এবং তারপরে পূর্ব এশিয়ায় (২.৬ শতাংশ)।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের অধিকাংশই নারী (৩৫০ লক্ষ), এবং গার্মেন্টস সেক্টরে এই অঞ্চলের সমস্ত কর্মজীবী মহিলাদের ৫.২ শতাংশ বা উত্পাদন খাতে কর্মরত সমস্ত মহিলার ২৭.৯ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়। কর্মসংস্থানে কম্বোডিয়ায় মোটামুটি প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন নারী পোশাক খাতে নিযুক্ত (চিত্র ২)। পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায়, মোটামুটিভাবে প্রতি সাতজন মহিলার একজন এবং বাংলাদেশ ও মায়ানমারে নয় জনের একজন মহিলা এই সেক্টরে কাজ করে। এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে নারীর কর্মসংস্থানের অংশ মোট কর্মসংস্থানে এই খাতে সামগ্রিক অংশের তুলনায় বেশি।[4]

▶ **চিত্র-২ পোশাক খাতে লাখ লাখ শ্রমিক কর্মরত; যাদের অধিকাংশই নারী**

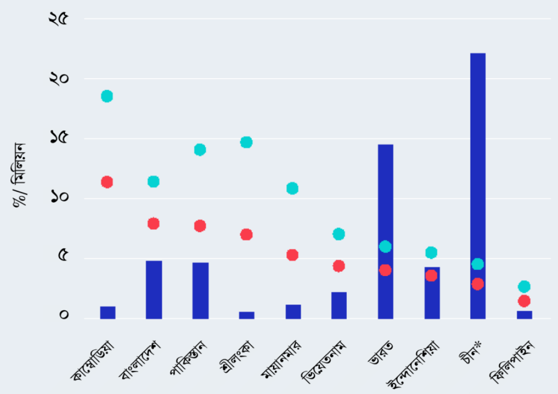

▶ পোশাক খাতের চাকরির সংখ্যা (মিলিয়ন)
● মোট কর্মসংস্থানে পোশাক খাতের চাকরির অংশ (%)
● মহিলা কর্মসংস্থানে পোশাক খাতের চাকরির অংশ (%)

দ্রষ্টব্যঃ চীনের জন্য উপস্থাপিত ডেটা ২০১৯ সালের জন্য আইএলও-এর করা হিসাব। অন্যান্য সমস্ত ডেটা পয়েন্ট জাতীয় শ্রমশক্তি সমীক্ষা থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত ডেটার উপর ভিত্তি করে। এই ডেটা আইএসআইসি ১৩-১৫ নির্দেশ করে।

উৎসঃ আইএলওএসটিএটি

1 অন্যথায় স্পষ্টভাবে বলা না থাকলে, "গার্মেন্টস" বা "গার্মেন্টস সেক্টর" বলতে আইএসআইসি কোড ১৩-১৫ শিল্পকে বোঝায়।
2 ইউএনসিটিএডি-এর উপর ভিত্তি করে আইএলও গণনা
3 আইএলও অনুমান, উপলব্ধ শ্রমশক্তি জরিপ তথ্যের ভিত্তিতে। পদ্ধতিগত বিবরণের জন্য, আইএলও (২০২০সি)-এর পরিশিষ্ট সি দেখুন। আঞ্চলিক আনুমানিক হিসাবের মধ্যে এই অঞ্চলের সমস্ত দেশ অন্তর্ভুক্ত।
4 যেহেতু এই শ্রমিকদের মধ্যে অনেকেই অভ্যন্তরীণ অভিবাসী, তাই সঙ্কটটি প্রায়শই গ্রামীণ এলাকায় প্রত্যাবর্তন অভিবাসন প্রবাহের বৃদ্ধিকে উত্সাহিত করছে (ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন, ২০২০)। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, এই অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশের পোশাক খাতে বিদেশী অভিবাসী শ্রমিকদের উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে কম।

সংকটের 'লহরী প্রভাব' পরীক্ষা করা

এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সবার প্রথমে কোভিড-১০ সংকটের প্রভাব অনুভব করেছিল। চীনে প্রথম সংক্রমণ রেকর্ড করার কিছু পরেই, বিশ্বের অন্যান্য অংশে কেস সনাক্ত হওয়ার আগে এই অঞ্চলের মধ্যে থাইল্যান্ড, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র এবং জাপানে এই নতুন ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনায় এই অঞ্চলের এবং বিশ্বব্যাপী সরকারগুলিকে ভাইরাসের আরও বিস্তার রোধে সহায়তা করার জন্য কর্মক্ষেত্র এবং দোকান বন্ধের পাশাপাশি ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার মতো বিভিন্ন অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা নিতে প্ররোচিত করেছিল।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বিঘ্ন সাপ্লাই চেইনের একটি স্থলে দেখা দিলে তার 'তরঙ্গ প্রভাব' পুরো সাপ্লাই চেইন জুড়েই ছড়িয়ে পড়তে পারে (আইএলও, ২০২০এ, ২০২০বি)। পোশাক সাপ্লাই চেইনে সংকটের ক্রমবর্ধমান প্রভাব তাই একইসাথে সুদূরপ্রসারী এবং জটিল। পোশাক উৎপাদন শুধুমাত্র গার্হস্থ্য ভোক্তা বাজারকেই পরিষেবা দেয় না, বরং বিপুল সংখ্যক শ্রমিক এবং প্রস্তুতকারী বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনে যুক্ত করে, যা ইউরোপ, জাপান, উত্তর আমেরিকা এবং অন্যান্য অঞ্চল ভিত্তিক আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলির জন্য পোশাক তৈরি করে। এমতাবস্থায়, এই কাজগুলির মধ্যে অনেকগুলি ভোক্তা পোশাকের জন্য স্থিতিশীল বিশ্বব্যাপী চাহিদা এবং শুধুমাত্র দেশীয় বাজারেই নয়, বিদেশেও একটি স্থিতিশীল খুচরা পরিবেশের উপর নির্ভর করে।[5] তদুপরি, এই শিল্পে শ্রমিক এবং প্রস্তুতকারীরা উৎপাদনে কাঁচামাল এবং ইনপুটগুলির নির্ভরযোগ্য প্রবাহের উপর নির্ভরশীল, যা প্রায়শই বিদেশী সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে পাওয়া যায়।

সারসংক্ষেপের কাঠামো

এই সারসংক্ষেপের প্রথম অংশ তিনটি মূল প্রবাহপথ নিয়ে আলোচনা করে, যার মাধ্যমে কোভিড-১৯ পোশাক সাপ্লাই চেইন এবং এর কারখানা ও শ্রমিকদের উপর প্রভাব ফেলে আসছে এবং সেইসাথে সমগ্র এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে এই প্রভাবের আনুমানিক হিসাব উপস্থাপন করে। পরের অংশগুলি এই অঞ্চলের দশটি প্রধান পোশাক উত্পাদনকারী দেশে কোভিড সংকটের প্রকৃত প্রভাবের উপর পাওয়া অভিজ্ঞতামূলক প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করে: বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনাম। দ্বিতীয় অংশ রপ্তানি এবং ক্রেতার অর্ডারের উপর সংকটের প্রভাব বিশ্লেষণ করে। তৃতীয় অংশ শ্রমবাজারের উপরে সংকটের মূল প্রভাবগুলি উপস্থাপন করে- যেখানে কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া, কর্মসংস্থান, মজুরি, লিঙ্গ, নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সংগঠন করার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অংশ সঙ্কটের প্রতিকূল প্রভাবগুলি প্রশমিত করার জন্য এই অঞ্চলের সরকার এবং সামাজিক অংশীদাররা যে নীতি এবং উদ্যোগগুলি গ্রহণ করেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করে। মহামারী-পরবর্তী বৈশ্বিক পোশাক শিল্পের সম্মিলিত পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের সাম্প্রতিক আহ্বানের প্রেক্ষিতে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করার মধ্য দিয়ে সারসংক্ষেপটি শেষ হয়।

▶ প্রথম অংশ: কোভিড-১৯ সংকটের প্রভাবের মূল প্রবাহপথ

যদিও বিশ্বব্যাপী মহামারীটি এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের প্রায় প্রতিটি দিককে রূপান্তরিত করেছে, তবুও গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে কোভিড-১৯ সংকটের প্রভাব মূলত তিনটি প্রধান প্রবাহপথের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছে:

কারখানা বন্ধ

প্রথমত, সরকারগুলি অপ্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্রগুলি বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ করার নির্দেশ দিয়ে আসছে, যার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পোশাক কারখানাগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ৯ সেপ্টেম্বর ২০২০-এ এই অঞ্চলের ৩৩টি দেশ বা অঞ্চলগুলির মধ্যে ৫টিতে এখনও অন্তত কিছু কিছু অংশে প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত কর্মক্ষেত্র বাধ্যতামূলকভাবে বন্ধ ছিল।[6] ৩১০ লক্ষেরও বেশি পোশাক শ্রমিক (এই অঞ্চলে পোশাক শিল্পে কর্মসংস্থানের মোট ৪৮ শতাংশ) এই দেশগুলিতে বাস করত (চিত্র ৩)। এই সংখ্যা এপ্রিলের তুলনায় কম, যখন ২০টি দেশ বা অঞ্চলে এই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, যেগুলিতে প্রায় ৫৬০ লক্ষ শ্রমিক (৮৬ শতাংশ) বাস করে।

ভোক্তাদের চাহিদা কমছে

একটি দ্বিতীয় চ্যানেল যার মাধ্যমে কোভিড-১৯ সংকট গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনকে প্রভাবিত করে আসছে, তা হলো বিশ্বব্যাপী ভোক্তাদের চাহিদার তীব্র হ্রাস। এই আকস্মিক পতনটির মূল কারণ ছিল ক্রয়ক্ষমতার ক্ষতি, বর্ধিত অনিশ্চয়তা যা পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে দেয় এবং লকডাউন ব্যবস্থা, যেমন পোশাকের দোকান বন্ধ করা বা বিভিন্ন ধরণের ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা। মার্চ এবং এপ্রিল ২০২০-এর মধ্যে সাম্প্রতিক ইতিহাসে বিশ্বব্যাপী ভোক্তাসংখ্যা সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস দ্রুততম গতিতে ভেঙে পড়েছে এবং এখন পর্যন্ত তা পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করা যায়নি (আইএলও, ২০২০এ)। কিছু দেশে কঠোর কোভিড-১৯ সম্পর্কিত লকডাউন ব্যবস্থা শিথিল করা সত্ত্বেও এখনও অন্য অনেক দেশেই রয়ে গেছে, যা বিশ্বব্যাপী নেয়া কঠোর পদক্ষেপের গড় পরিমাণকে উচ্চ স্তরে ধরে রাখে।

লকডাউন ব্যবস্থার কঠোরতা এবং ভোক্তাদের চাহিদার মধ্যে একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে: সবচেয়ে কঠোর লকডাউন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে এমন দেশগুলিতে কম কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দেশগুলোর তুলনায় বার্ষিক খুচরা বিক্রয় বৃদ্ধি ২৫ শতাংশেরও বেশি কমে এসেছে। আর মোটামুটি কঠোর ব্যবস্থা নেয়া দেশগুলির সাথে এই পার্থক্য হলো ১০ শতাংশ (আইএলও, ২০২০এ)।

5 ওইসিডি আন্তঃদেশীয় ইনপুট-আউটপুট সারণির উপর ভিত্তি করে আইএলও অনুমানগুলি পরামর্শ দেয় যে, কমপক্ষে দুইজন গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইন কর্মীদের মধ্যে একজন অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারীর বিপরীতে বিদেশীদের জন্য নির্ধারিত পোশাক উত্পাদনে অবদান রাখে।
6 অক্সফোর্ড কোভিড-১৯ গভর্নমেন্ট রেসপন্স ট্র্যাকার একটি দেশের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু ভৌগলিক এলাকাকে প্রভাবিত করে এবং সমগ্র দেশকে প্রভাবিত করে, এমন বিধিনিষেধের মধ্যে পার্থক্য করে না।

▶ **চিত্র-৩ এই অঞ্চলের লক্ষাধিক গার্মেন্টস শ্রমিক বাধ্যতামূলক কর্মক্ষেত্র বন্ধ থাকা দেশগুলিতে বাস করে**

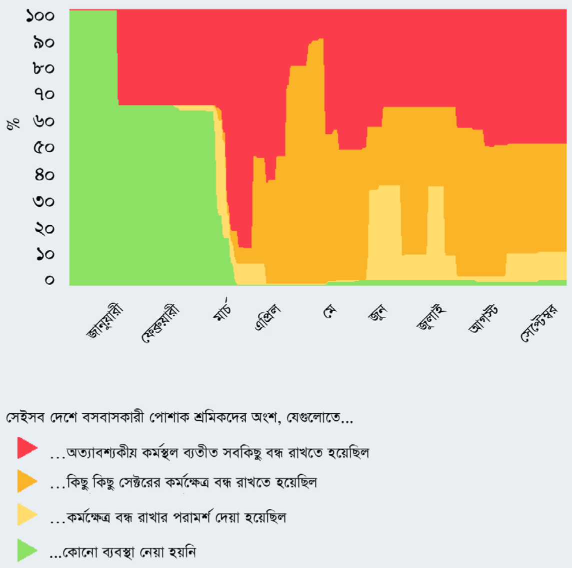

দ্রষ্টব্যঃ পোশাক খাতের মধ্যে আইএসআইসি ১৩-১৫ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চিত্রটি এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩৩টি দেশ বা অঞ্চলের ডেটার উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

উৎসঃ অক্সফোর্ড কোভিড-১৯ গভর্নমেন্ট রেসপন্স ট্র্যাকার ডাটাবেস এবং আইএলও মডেলে করা হিসাবের উপর ভিত্তি করে করা আইএলও গণনা।

এই অঞ্চলের ১৬টি দেশ বা অঞ্চলে জন্য পাওয়া আনুমানিক তথ্য অনুযায়ী, এই অঞ্চলের শ্রমশক্তির ৮৭ শতাংশ, আনুমানিক ৬০০ লক্ষ শ্রমিক গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে চাকরি করছে (দেশী এবং বিদেশী ভোক্তাদের পোশাক চাহিদার উপর নির্ভর করে, এমন কাজকে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে চাকরি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়)।[7] এর মধ্যে গার্মেন্টস সেক্টরে চাকরি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে সেইসব সেক্টরের চাকরিও রয়েছে, যা পোশাক খাতে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে, যেমন কৃষি খাত (তুলা, পাট বা রেশম), রাসায়নিক খাত (রং বা পোশাকের অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ) বা বিভিন্ন পরিষেবা খাত (ডিজাইন, মার্কেটিং)। পোশাকের চাহিদা কমে গেলে সমগ্র গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের শ্রমিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সবচেয়ে কঠোর লকডাউন ব্যবস্থা রয়েছে, এরকম দেশগুলিতে বসবাসকারী গ্রাহকদের পোশাকের চাহিদার উপর গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের সমস্ত চাকরির ৪৯ শতাংশ (২৯০ লক্ষ) নির্ভরশীল ছিল, যেখানে খুচরা বিক্রয় হ্রাস পেয়েছে (চিত্র ৪)। এই ভাগটি এপ্রিলের শুরুতে থাকা সর্বোচ্চ ভাগের চেয়ে কম, তবে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে তা স্থিতিশীল থেকেছে। এই কাজগুলিতে নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকরি হারানো, কর্মঘণ্টার ক্ষতি বা আয় সংক্রান্ত ক্ষতির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আরও ৩১০ লক্ষ্য চাকরি (৫১ শতাংশ) ভোক্তা চাহিদার উপর নির্ভর করে, যারা মাঝারি স্তরের লকডাউন ব্যবস্থা রয়েছে এমন দেশগুলিতে বসবাস করে। দেশগুলির এই বিশেষ অংশে খুচরা বিক্রয় হ্রাসের কারণে এই চাকরিগুলি সম্ভবত বিরূপ প্রভাবের সম্মুখীন হয়েছে, যদিও তার পরিমাণ একটু কম। নিম্ন স্তরের লকডাউন বিধিনিষেধ থাকা দেশগুলিতে শুধুমাত্র ২৪০,০০০ চাকরি (০.৪ শতাংশ) ভোক্তার উপর নির্ভর করে, কারণ এসব দেশে ভোক্তা চাহিদার উপর লকডাউনের প্রভাব সীমিত হতে পারে।

সরবরাহ চেইন বাধা

গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনগুলি বিদেশে কর্মক্ষেত্র বন্ধের দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা তৃতীয় প্রভাবের প্রবাহপথ, অর্থাৎ সাপ্লাই চেইন বাধার দিকে নিয়ে যায়। কর্মক্ষেত্র বন্ধ হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহ শৃঙ্খল বিঘ্নিত হয়েছে এবং পোশাক উৎপাদনে আমদানিকৃত উপকরণ সময়মতো পৌঁছাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। উপকরণ মজুত কেন্দ্র ক্রমে খালি হয়ে গেলে পোশাক উৎপাদন বজায় রাখা এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের আয় রোজগারের ক্ষেত্রে গুরুতর বাধা সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে যে দেশে কারখানাটি অবস্থিত, সেখানে মহামারী নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা সে বিষয়টি কোনো প্রভাব ফেলে না।

দেশীয় উপকরণ সরবরাহের উপরে নির্ভরশীল না হয়ে আমদানির উপরে যেসব দেশ নির্ভরশীল, সেগুলির পোশাক খাত, এবং যাদের উপকরণ সরবরাহকারীর ভিত্তি মাত্র একটি বা অল্প কয়েকটি দেশে খুব বেশি কেন্দ্রীভূত, তারাও উপকরণ আমদানিতে ব্যাঘাতের ক্ষেত্রে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন। এক্ষেত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পোশাক খাত আমদানিকৃত উপকরণ আমদানিতে ব্যাঘাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির সম্মুখীন, কারণ এই অঞ্চলের দেশগুলি- যেমন কম্বোডিয়া বা ভিয়েতনাম- একটি একক সাপ্লাই কেন্দ্র থেকে তাদের উপকরণের একটি বড় অংশ আমদানি করে (চিত্র ৫)[8] এই উপ-অঞ্চলের অনেক দেশ একটি উপকরণ আমদানির জন্য চীনের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। ফলে, সংক্রমণের দ্বিতীয় তরঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় দেশটি হঠাৎ কর্মক্ষেত্র বন্ধের সম্মুখীন হলে ঘাটতি থাকা উপকরণ সরবরাহের জন্য চীনের উপর নির্ভরশীল দেশগুলো চরম ঝুঁকির মুখে পড়বে। পূর্ব এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার গার্মেন্টস সেক্টর মূলত চীন এবং ভারত দ্বারা চালিত, তাই তাদের জন্য এই ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ তারা তাদের বেশিরভাগ উপকরণের ব্যবস্থা অভ্যন্তরীণভাবে করে।

৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোশাক উৎপাদনে আনুমানিক ৩০ শতাংশ বিদেশী উপকরণ এমন দেশগুলি থেকে উৎসারিত হয়েছিল, যেখানে অন্তত কিছু ভৌগলিক এলাকায় প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র ব্যতীত বাঁকি সবকিছু বন্ধ রয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় যে, এই উপকরণগুলির কিছু সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে (চিত্র ৬)। এটি এপ্রিলের শুরুতে পরিলক্ষিত ৬০ শতাংশের চেয়ে কম, কিন্তু এটি ইঙ্গিত দেয় যে উপকরণ সরবরাহে ব্যাঘাত বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে (৪৭ শতাংশ) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় (৪১ শতাংশ) উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার একটি উল্লেখযোগ্য প্রবাহপথ।

7 এই ১৬টি দেশ বা অঞ্চলগুলি হলো: অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনাই দারুসসালাম, কম্বোডিয়া, চীন (গণপ্রজাতন্ত্রী), হংকং (চীন), ইন্দোনেশিয়া, ভারত, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, মালয়েশিয়া, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান (চীন) ,থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম।

8 আমদানিকৃত ইনপুট সরবরাহ ব্যাঘাতের বিশ্লেষণে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তালিকার জন্য পূর্ববর্তী পাদটীকা দেখুন।

▶ চিত্র-৪ গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের প্রায় অর্ধেক চাকরিই ভোক্তাদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল, যারা কঠোর লকডাউন ব্যবস্থা জারি করা দেশগুলিতে বসবাস করে

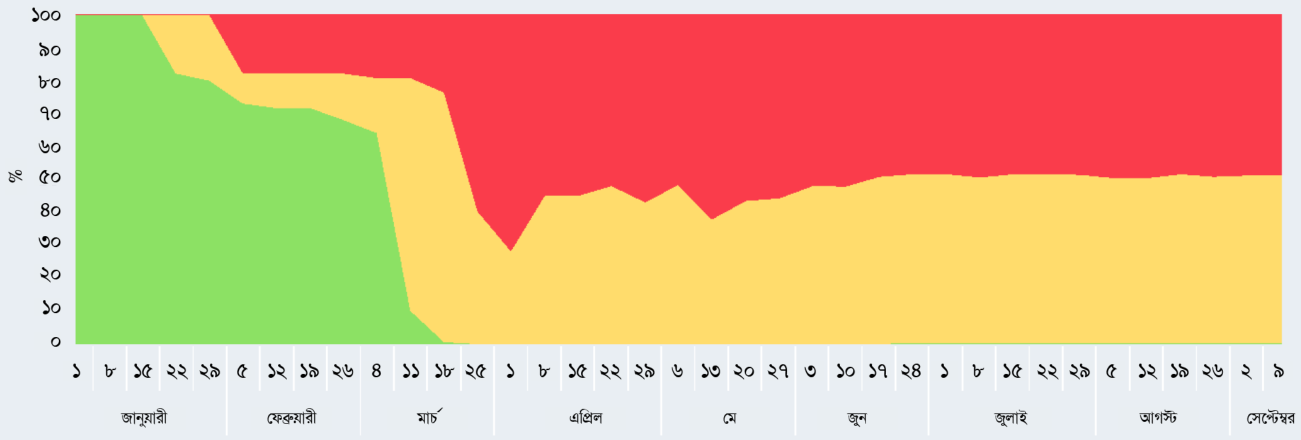

সেইসব দেশে বসবাসকারী ভোক্তা চাহিদার উপরে নির্ভরশীল চাকরির অংশ, যেগুলোতে...

- ...নিম্ন স্তরের লকডাউন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল
- ...মাঝারি স্তরের লকডাউন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল
- ...উচ্চ স্তরের লকডাউন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছিল

দ্রষ্টব্যঃ পাদটীকা ২ এই হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তালিকা উপস্থাপন করে। গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনের চাকরি হলো আইএসআইসি ১৩-১৫-এর অন্তর্গত পণ্যগুলির জন্য ভোক্তাদের চাহিদার উপর নির্ভরশীল কাজ। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আইএলও (২০২০এ) দেখুন।

উৎসঃ ওইসিডি আন্তঃদেশীয় ইনপুট-আউটপুট সারণী এবং অক্সফোর্ড কোভিড-১৯ সরকারি পদক্ষেপ ট্র্যাকার ডাটাবেসের উপর ভিত্তি করে আইএলও-এর হিসাব।

▶ চিত্র-৫ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পোশাক খাত উপকরণের সরবরাহে ব্যাঘাতের সম্মুখীন হওয়ার দিক থেকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ

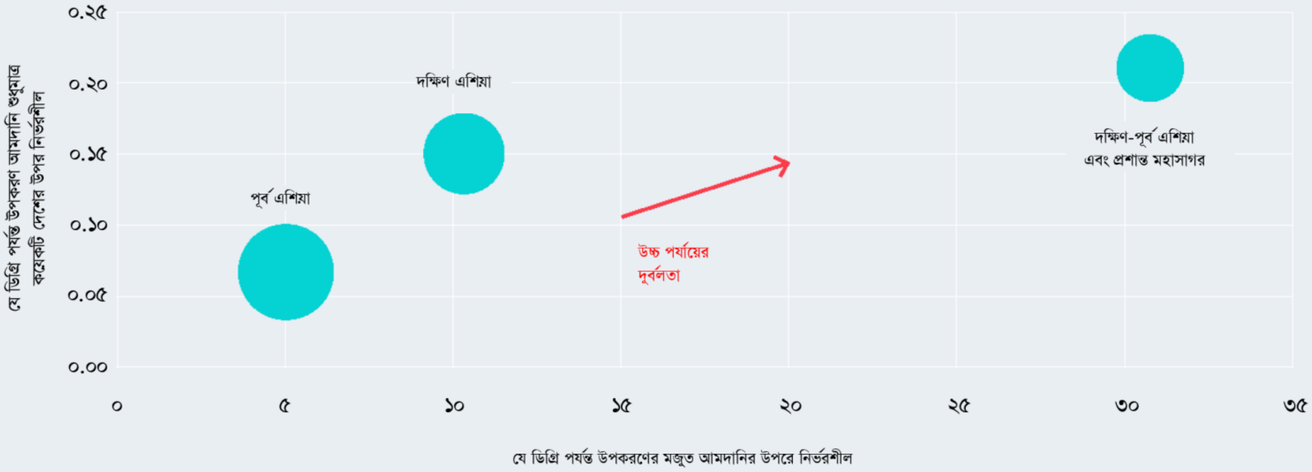

দ্রষ্টব্যঃ বাবলের আকার উপ-অঞ্চলে পোশাক খাতের মোট কর্মসংস্থান দেখায়। অনুভূমিক অক্ষটি উপকরণের সরবরাহ আমদানির উপর কতটা নির্ভর করে, তা উপস্থাপন করে, এবং বিদেশে জারি করা কর্মক্ষেত্র বন্ধের বিধিনিষেধ দ্বারা কাঁচামালের ব্যবহার কতটা ব্যাহত হতে পারে, সেটিও নির্দেশ করে। এটি পোশাক খাতে প্রতিটি দেশের জন্য ব্যবহৃত মোট ইনপুটগুলিতে আমদানি করা মধ্যবর্তী ইনপুটের অধিক কর্মসংস্থানযুক্ত গড় শেয়ার দ্বারা পরিমাপ করা হয়। উল্লম্ব অক্ষটি কাঁচামালের আমদানি কোন মাত্রা পর্যন্ত কেবলমাত্র কয়েকটি দেশের উপর নির্ভরশীল তা দেখায়, যা সেই দেশগুলিতে কর্মক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়ার ফলে সমস্যার মুখে পড়ে। এটি উৎস দেশগুলি থেকে আমদানি করা মধ্যবর্তী ইনপুটগুলির অধিক কর্মসংস্থানযুক্ত গড় হারফিন্ডাল ঘনত্ব সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। পাদটীকা ২ এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তালিকা উপস্থাপন করে। পোশাক খাতের মধ্যে আইএসআইসি ১৩-১৫ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আইএলও (২০২০এ) দেখুন।

উৎসঃ ওইসিডি আন্তঃদেশীয় ইনপুট-আউটপুট সারণীর উপর ভিত্তি করে আইএলও অনুমান।

▶ **চিত্র-৬ পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পোশাক খাতে ইনপুট সরবরাহের ব্যাঘাত অনেক বেশি রয়েছে**

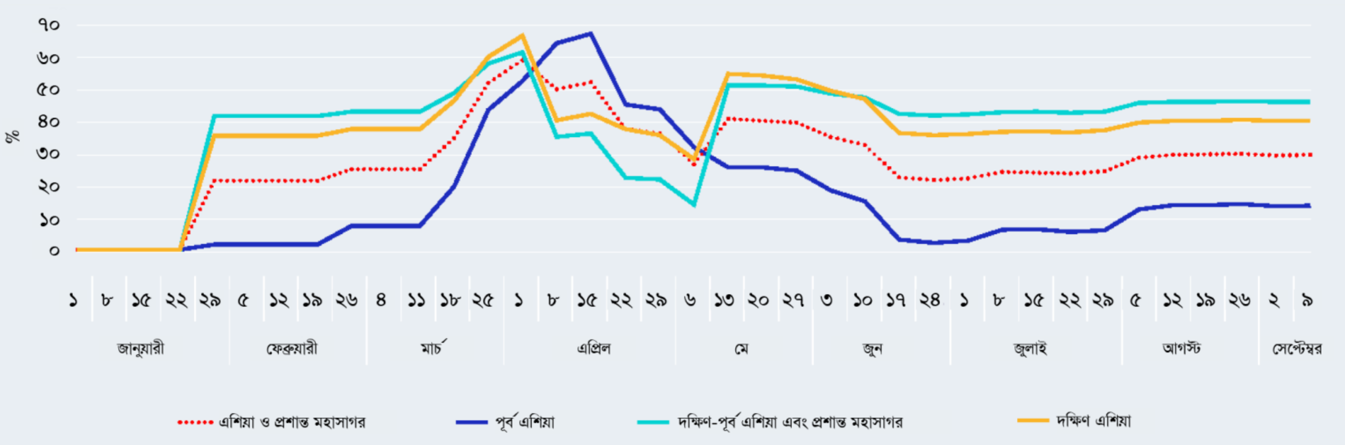

দ্রষ্টব্যঃ চিত্রটি আমদানি করা মধ্যবর্তী ইনপুট সরবরাহের অধিক কর্মসংস্থানযুক্ত গড় শতাংশ দেখায়, যা প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র ছাড়া সবকিছু বন্ধ থাকার আদেশ জারি করা দেশগুলি থেকে আসে। বিশ্বব্যাপী শ্রমশক্তির ৭৪ শতাংশ সম্বলিত ৬৪টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে এই গণনা করা হয়। পাদটীকা ২ এই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির তালিকা উপস্থাপন করে। পোশাক খাতের মধ্যে আইএসআইসি ১৩-১৫ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য আইএলও (২০২০এ) দেখুন।

উৎসঃ আইএলও-এর করা হিসাব। ওইসিডি আন্তঃদেশীয় ইনপুট-আউটপুট সারণী এবং অক্সফোর্ড কোভিড-১৯ সরকারী পদক্ষেপ ট্র্যাকার ডাটাবেসের উপর ভিত্তি করে।

▶ দ্বিতীয় অংশ: বাণিজ্য এবং সাপ্লাই চেইনের উপর প্রভাব

গার্মেন্টস ব্যবসায় ধস

কোভিড-১৯ সংকটের প্রভাবে ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পোশাকের বৈশ্বিক বাণিজ্য তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে। এশিয়ার পোশাক-রপ্তানিকারক দেশগুলি থেকে প্রধান দেশগুলির আমদানি তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে অস্থায়ী এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যাপকভাবে কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে- এবং অসংখ্য শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে (ইউএস) পোশাক আমদানি ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ২৬ শতাংশ কমেছে (চিত্র ৭)। ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এবং জাপানের আমদানি সংক্রান্ত উপাত্তে অনুরূপ পতন দেখা যায় (যথাক্রমে ২৫ শতাংশ এবং ১৭ শতাংশ)। সামগ্রিকভাবে, এই বছরের পর বছর আমদানি হ্রাস ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য ১৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাস এবং ২০১৯ থেকে জাপানের জন্য ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্রাসের প্রতি নির্দেশ করে। এই আমদানি বাজারগুলি পোশাক-উৎপাদনের জন্য উল্লেখযোগ্য, কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান ২০১৮ সালের হিসাবে বিশ্বের শীর্ষ তিনটি পোশাক আমদানিকারক দেশ। একসাথে, এই তিনটি দেশ ২০১৮ সালের হিসাবে বিশ্বে পোশাক আমদানির ৬১.৫ শতাংশের দাবিদার (লু, ২০১৯)।

এই আমদানি হ্রাসের সময় এবং মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয় (চিত্র ৮)। চীন ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাশাপাশি দুই বছর রপ্তানিতে ঠিক ১৩ শতাংশ হ্রাসের সাথে শুরু করেছিল। তবে একই মাসে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়া থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং জাপানের আমদানি বেড়েছে। চীনের বাজার শেয়ারের পতন প্রাথমিকভাবে এই দেশগুলি কারণেই বেড়ে থাকতে পারে (লু, ২০২০)। তবে, ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে আমদানিও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে। ২০২০ সালের জুনের মধ্যে ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে ওই বছর থেকে আজ পর্যন্ত মোট আমদানি ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় যথাক্রমে ৪১ শতাংশ এবং ৩২ শতাংশ কমেছে।

এশিয়ার দশটি প্রধান পোশাক এবং পাদুকা উৎপাদনকারী দেশ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং জাপানে মোট সম্মিলিত আমদানিও ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ২০২০ সালের জানুয়ারী এবং জুনের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হলো মায়ানমার, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানে রপ্তানি বৃদ্ধি ইইউতে রপ্তানি কমে যাওয়ার ক্ষতি পুষিয়ে দিয়েছে।[৯] চীন, ভারত, ফিলিপাইন এবং শ্রীলঙ্কায় রপ্তানিতে সবচেয়ে বেশি শতাংশ হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে। অধিকন্তু, মোট আমদানি বাণিজ্যের তুলনামূলক তথ্য দেখায় যে, পোশাক আমদানির হ্রাস অন্যান্য খাত এবং অন্যান্য ধরণের পণ্য আমদানির তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই হিসাবে, সঙ্কটটিকে বিশ্বব্যাপী পোশাক বাণিজ্য এবং এই অঞ্চলের প্রধান সরবরাহ চেইন উত্পাদকদের জন্য বিশেষভাবে গুরুতর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

9 ২০১৬ সাল থেকে মায়ানমারকে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে (GSP) অন্তর্ভুক্ত করার পর থেকে মিয়ানমার থেকে মার্কিন পোশাক আমদানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে; এর শতাংশ বেশি দেখা যাচ্ছে (উদাহরণস্বরূপ চিত্র-৯ এ) কারণ দীর্ঘ সময়ের জন্য আমদানি তুলনামূলকভাবে কম ছিল।

▶ **চিত্র-৭ ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির মোট মূল্য (২০১৯ এবং ২০২০)**

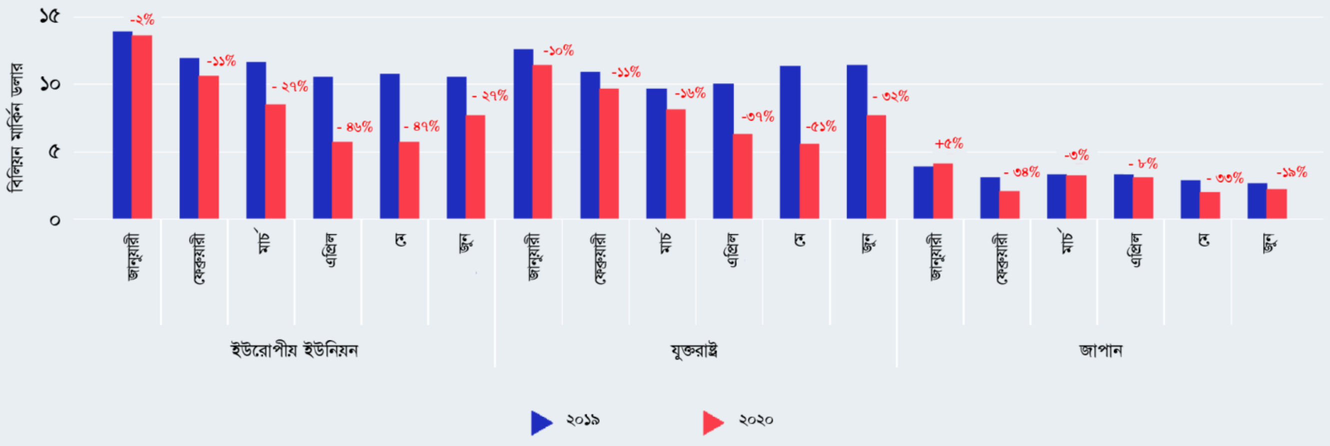

দ্রষ্টব্যঃ আমদানি বলতে এইচএস কমোডিটি কোড ৪২, ৪৩, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬-এর পণ্যের আমদানি বোঝায়।

উৎসঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন, ইউএন কমট্রেড

▶ **চিত্র-৮ নির্বাচিত দেশগুলি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির সম্মিলিত মূল্য, ২০২০ (বার্ষিক শতাংশের পরিবর্তন)**

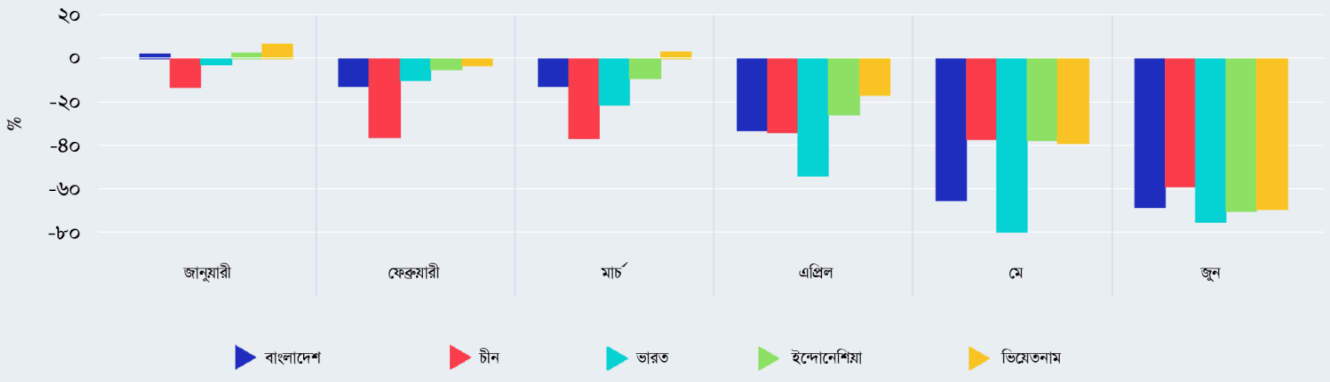

দ্রষ্টব্যঃ হারমোনাইজড শিডিউল (এইচএস) কমোডিটি কোড ৪২, ৪৩, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬

উৎসঃ ইউএন কমট্রেড

▶ **চিত্র-৯ নির্বাচিত দেশগুলি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক আমদানির মোট মূল্য, জানুয়ারী-জুন ২০২০ (বার্ষিক শতাংশের পরিবর্তন)**

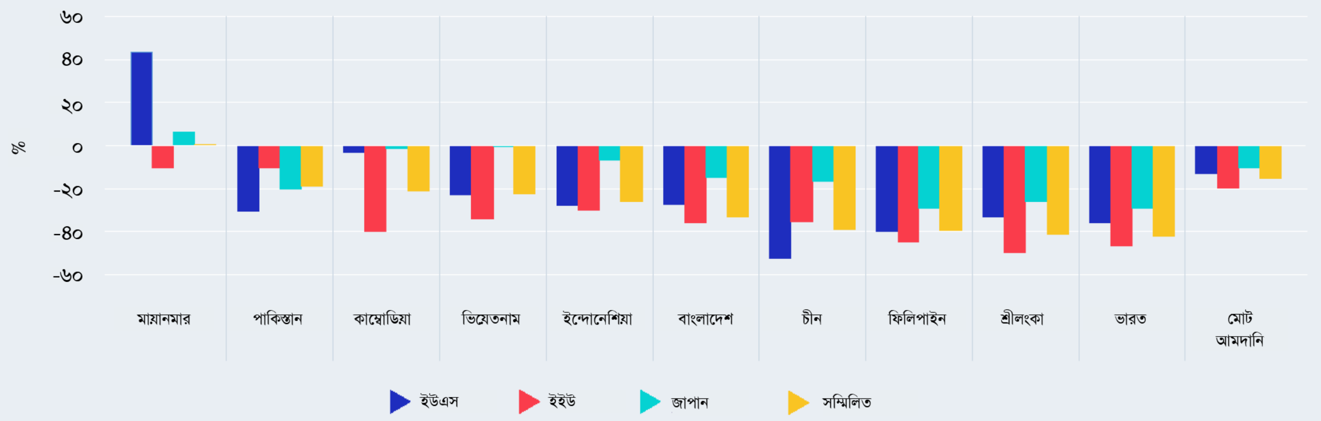

দ্রষ্টব্যঃ হারমোনাইজড শিডিউল (এইচএস) কমোডিটি কোড ৪২, ৪৩, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫ এবং ৬৬

উৎসঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কমিশন, ইউরোস্ট্যাট

▶ বক্স ১. মাস্কের ব্যবসা বাড়ছে

এশিয়ার প্রধান উত্পাদকদের কাছ থেকে পোশাকের সামগ্রিক আমদানিতে নাটকীয় পতন কিছুটা হলেও মাস্কের আমদানি বৃদ্ধির কারণে কমে এসেছিল (হারমোনাইজড শিডিউল (এইচএস) কোড ৬৩০৭) (চিত্র ১০)। বিশ্বব্যাপী চাহিদা মেটাতে বেশ কয়েকটি কারখানা মুখের মাস্ক তৈরিতে ঝুঁকেছে। ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ইইউ, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে প্রায় ২৯ বিলিয়ন ডলার এবং ভিয়েতনাম থেকে ৯৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের টেক্সটাইল এবং সার্জিক্যাল ফেস মাস্ক আমদানি করেছে।

ইইউ, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০১৯ সালের একই সময়ের তুলনায় ভিয়েতনাম থেকে ২০২০ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত ২৯৭ শতাংশ বেশি ফেস মাস্ক আমদানি করেছে, তবে এই আমদানির মূল্য এসব বাজারে ভিয়েতনামের পোশাক রপ্তানির মোট মূল্যের কেবলমাত্র ৬ শতাংশ। মুখোশ রপ্তানি বৃদ্ধি পোশাকের অর্ডারের পতনকে বন্ধ করেনি, যা উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ (ভিআইটিএএস প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ১০ আগস্ট, ২০২০)। একইভাবে, শ্রীলঙ্কা থেকে ফেস মাস্ক আমদানি ৬৮৭ শতাংশ বেড়েছে, কিন্তু একইভাবে এটিও একই সময়ে শ্রীলঙ্কার টেক্সটাইল, পোশাক এবং পাদুকা রপ্তানির মোট মূল্যের মাত্র ৬ শতাংশ।

২০২০ সালের জানুয়ারী এবং জুনের মধ্যে, চীন থেকে ফেস মাস্ক আমদানি ২০১৯ সালের তুলনায় ৭০৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সময়ে এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মোট পোশাক রপ্তানি মূল্যের ৪৯ শতাংশ। এটি চীনে মাস্ক উত্পাদনের দিকে সাপ্লায়ারদের ব্যপকভাবে ঝুঁকে পড়ার ইঙ্গিত দেয়। ভিয়েতনাম, শ্রীলঙ্কা এবং অন্যান্য দেশের তুলনায় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত মাস্ক উৎপাদন চীনা টেক্সটাইল এবং পোশাক শিল্পের যথেষ্ট বড় একটি অংশকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে।

▶ চিত্র-১০ নির্বাচিত দেশগুলি থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেস মাস্কের আমদানি, জানুয়ারী-জুন ২০২০ (বার্ষিক শতাংশের পরিবর্তন)

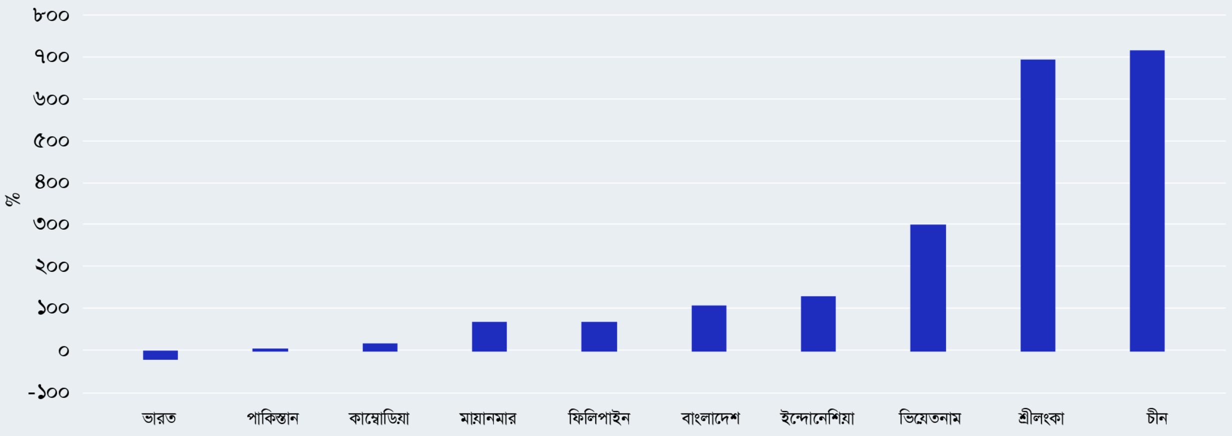

দ্রষ্টব্যঃ জানুয়ারি থেকে জুন ২০২০-এর তথ্য উপস্থাপন করে এবং এইচএস কোড ৬৩০৭-কে নির্দেশ করে।

উৎসঃ ইউএন কমট্রেড এবং ইউএস আইটিসি

অর্ডার বাতিল হওয়া খুব সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে

সংকটের শুরুতে অনেক বৈশ্বিক ক্রেতা ভোক্তাদের চাহিদা কমে যাওয়ায় বিষয়টি সামাল দিতে প্রায়শই সাপ্লায়ার চুক্তিতে বাধ্যতামূলক ধারা প্রয়োগ করে অর্ডার কমিয়ে দেয়ার বা বাতিল করার, শিপমেন্ট আটকে রাখার এবং ছাড় দেয়ার জন্য সাপ্লায়ারদেকে কাছে অনুরোধ করে।[10] ব্রুক্স ব্রাদার্স, ডেবেনহ্যামস, জি-স্টার (ইউএস), জে. ক্রু, জেসি পেনয় এবং নেইম্যান মার্কাসের মতো বেশ কিছু সুপ্রতিষ্ঠিত খুচরা বিক্রেতা নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছে বা দেউলিয়া বিষয়ক আইনজীবীর আশ্রয় নিয়েছে (দ্য ফ্যাশন ল, ২০২০)। ২০২০ সালের এপ্রিলে ম্যাককিনসের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ক্রেতাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই সংকট কাটিয়ে উঠতে পারবে না (আমেদ ও অন্যান্য, ২০২০)। ক্রেতারা বিভিন্ন কারণে দেউলিয়া হয়; বিশ্লেষকরা ইঙ্গিত করেন যে, অনেক কোম্পানি ইতিমধ্যেই পরিবর্তিত খুচরা বিক্রির ধারার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে লড়াই করছিল এবং কিছু বড় খুচরা বিক্রেতা মহামারীর আগেই গভীরভাবে ঋণে ডুবে গিয়েছিল (মাউ, ২০২০)।

10 একটি জোরপূর্বক পদক্ষেপ সংক্রান্ত ধারা একটি চুক্তির পক্ষকে একটি অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির কারণে চুক্তির অধীনে থাকা বাধ্যবাধকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করার অনুমতি দেয়, এই ক্ষেত্রে উদাহরণ হলো কোভিড-১৯ মহামারী।

দেশ অনুযায়ী পোশাকের অর্ডার কমে যাওয়ার বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় না, তবে ২০২০ সালের মে মাসে পরিচালিত ৩০টি দেশের (চীন, বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তান সহ) ১৭৯ জন সরবরাহকারীর বেটার বাইং জরিপে দেখা গেছে যে, ৬৪ শতাংশ পোশাক কারখানা গ্রাহকদের কাছ থেকে বাতিলকরণের নির্দেশ পেয়েছে। জরিপকৃতদের মধ্যে ১৮ শতাংশ উত্তরদাতা অর্ডার বাতিলের কারণে প্রাপ্য মূল্য সম্পূর্ণরূপে হারিয়েছেন বলে জানিয়েছেন (চিত্র ১১)। বেটার বায়িং রিপোর্টে আরও দেখা গেছে যে, সমীক্ষা করা কারখানাগুলির ৩৫ শতাংশের কাছে ক্রেতারা চলতি অর্ডারে ২০ শতাংশের বেশি ছাড় চেয়েছে (বেটার বাইং ইনস্টিটিউট, ২০২০এ)।

▶ **চিত্র-১১ অর্ডার বাতিলের কারণে হারানো মূল্য, মোটের শতাংশ**

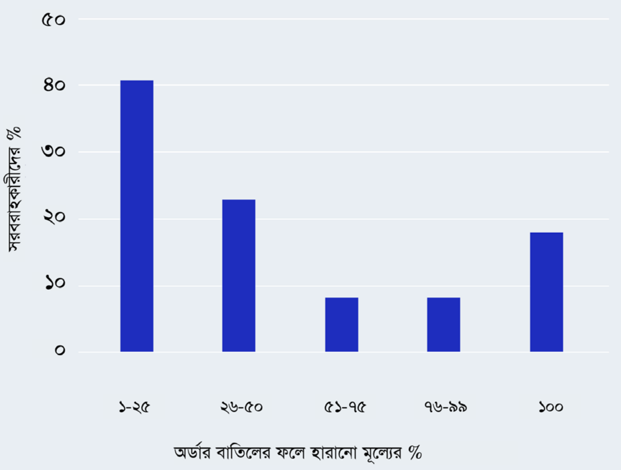

উৎসঃ বেটার বাইং ইন্সটিটিউট

অধিকন্তু, বাংলাদেশে আইএলও-এর বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারী ২৫০টি কারখানার মধ্যে মে ২০২০ সালে পরিচালিত একটি সমীক্ষায় অংশ নেয়া কারখানার ৩৮ শতাংশ অর্ডারকৃত পণ্যের পরিমাণ কমিয়ে নেয়ার সম্মুখীন হয়েছিল বা তাদেরকে শিপমেন্ট স্থগিত রাখতে বলা হয়েছিল, ৩৪ শতাংশ অর্ডার বাতিলের কবলে পড়েছিল এবং ৪ শতাংশ কাঁচামালের অভাবের কারণে পোশাক তৈরি পারেনি। ইন্দোনেশিয়ার ২১৬টি কারখানার উপরে মে ২০২০ সালে করা বেটার ওয়ার্কের অনুরূপ সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এর মধ্যে ২৮ শতাংশের চলমান অর্ডারগুলি কমিয়ে নেয়া হয়েছে বা স্থগিত রাখা হয়েছে, ১৮ শতাংশের অর্ডার বাতিল করা হয়েছে এবং ২৪ শতাংশের ক্ষেত্রে উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বা উপকরণের অভাব ছিল। পেন স্টেট সেন্টার ফর গ্লোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস কর্তৃক ২০২০ সালের মার্চের শেষের দিকে বাংলাদেশে সরবরাহকারীদের উপর করা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, যেসব কারখানা থেকে অর্ডার বাতিল করে নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে ৭২ শতাংশের ক্ষেত্রে ক্রেতারা কাঁচামালের মূল্য পরিশোধ করেনি এবং ৯১ শতাংশের ক্ষেত্রে ক্রেতারা ইতিমধ্যেই উৎপাদিত পণ্যের উৎপাদন খরচ পরিশোধ করেনি (অ্যানার, ২০২০)।

তদুপরি, ব্র্যান্ডগুলি আরও লম্বা সময় ধরে অর্ডারের মূল্য পরিশোধের শর্তাবলীর উপর জোর দিয়েছে বলে জানা গেছে। বেটার বায়িং দেখেছে যে, ৫৭ শতাংশেরও বেশি সাপ্লায়ার ক্রেতার অর্থপ্রদানের মেয়াদ ৪৫ দিনের বেশি বাড়ানোর অনুরোধ পেয়েছেন। আনুমানিক ৩৯ শতাংশ সাপ্লায়ার ৬০ দিন বা তার বেশি সময়ের জন্য মূল্য পরিশোধের সময় বাড়ানোর অনুরোধ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন (বেটার বায়িং ইনস্টিটিউট, ২০২০এ)। কম্বোডিয়ার পোশাক প্রস্তুতকারক সংগঠন (জিএমএসি)-এর একজন প্রতিনিধি মন্তব্য করেছেন যে, মূল্য পরিশোধের শর্তাদি জুন ২০২০-এ গড়ে ১২০ দিনে পৌঁছেছিল, কেউ কেউ ১৮০ দিনেরও বেশি সময় দেয়ার জন্য সম্মত হতে বাধ্য বোধ করেছেন (জিএমএসি প্রতিনিধি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ২৩ জুলাই, ২০২০)।

কিছু সাপ্লায়ার রিপোর্ট করেছেন যে, তারা চুক্তির শর্তাবলী এবং ক্রেতা নীতিতে এই পরিবর্তনগুলির বিরুদ্ধে যাবার মতো অবস্থানে নেই। তারা ইঙ্গিত দেয় যে, ব্র্যান্ডের এই শর্ত মানার জন্য বলপূর্বক বাধ্য করার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া তাদের জন্য কোনো বিকল্প নয়, আর তা কেবল এর ধীর গতির প্রক্রিয়ার জন্য নয়, এটি তাদের খ্যাতি, সম্পর্ক এবং কার্যকারিতার উপর যে সম্ভাব্য প্রভাব ফেলতে পারে, সে কারণেও (নিলসন, ২০২০)। সেডেক্স (একটি নেতৃস্থানীয় সামাজিক নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং ডেটা প্ল্যাটফর্ম) কর্তৃক এর সদস্য সংস্থাগুলির সাপ্লায়ারদের উপরে পরিচালত একটি জরিপে দেখা গেছে যে, পোশাক শিল্পের জরিপ উত্তরদাতাদের ৩৮ শতাংশের মতে মহামারী চলাকালীন সময়ে ক্রেতারা তাদের প্রতি সহায়ক ছিল (সেডেক্স, ২০২০)।

▶ তৃতীয় অংশ: কারখানার পতন এবং শোভন কাজের উপর এর প্রভাব

হাজার হাজার কারখানা অন্তত অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে, এবং তাদের মধ্যে কিছু কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়েছে

আকস্মিকভাবে ব্যবহার কমে যাওয়া এবং ফলস্বরূপ ক্রেতার অর্ডারে পতন এই অঞ্চলের অনেক সাপ্লায়ারকে তাদের কারখানাগুলি সাময়িক বা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল। করোনভাইরাসের বিস্তার রোধ করার জন্য সরকারগুলি ২০২০ সালের মার্চ এবং এপ্রিলে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এবং তীব্রতার লকডাউন আদেশ জারি করেছিল, যার ফলে সাপ্লায়ারদের কারখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।

মহামারীটির প্রভাব এখনও ওঠানামা করার কারণে সরকার, শিল্প সমিতি এবং গবেষকদের জন্য কারখানা বন্ধের সঠিক সংখ্যা সনাক্ত করা কঠিন। বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারী ও রপ্তানিকারক সংগঠন (বিজিএমইএ) অনুসারে ২০২০ সালের মার্চ থেকে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৪৮টি কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে (বিজিএমইএ প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ২২ জুলাই, ২০২০)। কম্বোডিয়ায় ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে প্রায় ১৫-২৫ শতাংশ কারখানা কোনও অর্ডার পায়নি এবং জিএমএসি-

এর সদস্য সংস্থাগুলির এক-চতুর্থাংশেরও বেশি ২০২০ সালের জুলাইয়ের মধ্যে পুনরায় চালু হয়নি (জিএমএসি প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ২৩ জুলাই, ২০২০)।

২০২০ সালে মার্চ এবং মে মাসের মধ্যে বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ার দ্বারা পরিচালিত সমীক্ষা কোভিড-১৯ লকডাউন বা অর্থনৈতিক চাপের কারণে কারখানা বন্ধের সময়কালের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে। বাংলাদেশে আনুমানিক ৬০ শতাংশ সাপ্লায়ার ৩ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে কারখানা বন্ধ রাখে এবং সাপ্লায়ারদের সবচেয়ে বড় অনুপাত (প্রায় ৪০ শতাংশ) ২৬ থেকে ৩৫ কার্যদিবসের জন্য কারখানা বন্ধ রাখে (চিত্র ১২)। অক্সফোর্ড কোভিড-১৯ গভর্নমেন্ট রেসপন্স ট্র্যাকার ডেটাবেস অনুসারে, এই সময়কালটি সেই সময়ের আনুমানিক দৈর্ঘ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যে সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় কর্মক্ষেত্র ব্যতীত সমস্ত কর্মক্ষেত্র বন্ধ থাকার কথা ছিল।

এদিকে, ইন্দোনেশিয়ায় আনুমানিক ৭০ শতাংশ বেটার ওয়ার্ক কারখানা এক মাসেরও কম সময়ের জন্য বন্ধ ছিল এবং এর সবচেয়ে বড় অংশ (৩৮ শতাংশ) ১৪ দিনেরও কম সময়ের জন্য বন্ধ ছিল। সব মিলিয়ে, জরিপ করা ইন্দোনেশিয়ান সাপ্লায়ার কারখানাগুলোতে কার্যদিবস নষ্ট হবার ফলে প্রায় ৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত বা স্থগিত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়া এবং বাংলাদেশের মধ্যে কারখানা বন্ধের সময়কালের পার্থক্যগুলি মূলত সরকারের নীতির পার্থক্যকে তুলে ধরে; বাংলাদেশে যখন "সাধারণ ছুটি" বা লকডাউন জারি করা হয়েছিল, ইন্দোনেশিয়া তখন দেশব্যাপী লকডাউন চালু না করে প্রাদেশিক বা অঞ্চলভিত্তিক সামাজিক বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল (এছাড়াও পরিশিষ্ট-১ দেখুন)।

ব্যাপক হারে শ্রমিক ছাঁটাই

সাপ্লায়ারদের উপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব, যেমন অর্ডার বাতিল, চাহিদা হ্রাস এবং লকডাউনের কারণে বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে ছাঁটাই এবং বরখাস্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রভাব এবং ছাঁটাইয়ের জন্য সরকারী পদক্ষেপের তারতম্য অনুসারে দেশ থেকে দেশে ছাঁটাইয়ের পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন হয় (পরিশিষ্ট-১ দেখুন)।

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির বেশিরভাগ সাপ্লায়ার তাদের কর্মীদের অন্তত কিছু অংশকে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছে। বেটার বায়িং দেখেছে যে, জরিপ করা প্রায় ৬০ শতাংশ সাপ্লায়ার কিছু কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছে। জরিপ করা সমস্ত সাপ্লায়ারদের প্রায় অর্ধেক তাদের শ্রমিকদের ১০ শতাংশেরও বেশি বরখাস্ত করেছে। সমীক্ষাকৃত সরবরাহকারীদের একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অনুপাত (২.১ শতাংশ) তাদের সমস্ত শ্রমিক ছাঁটাই করেছে (বেটার বাইং ইনস্টিটিউট, ২০২০এ)। বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ প্রোগ্রামের কারখানাগুলি থেকে সংগৃহীত ডেটা নির্দেশ করে যে, নথিভুক্ত কারখানাগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত মহামারীর প্রথম দিকে কিছু শ্রমিক ছাঁটাইয়ের কথা জানিয়েছিল।

▶ **চিত্র-১২ বাংলাদেশ এবং ইন্দোনেশিয়ায় বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা (কর্মদিবস)**

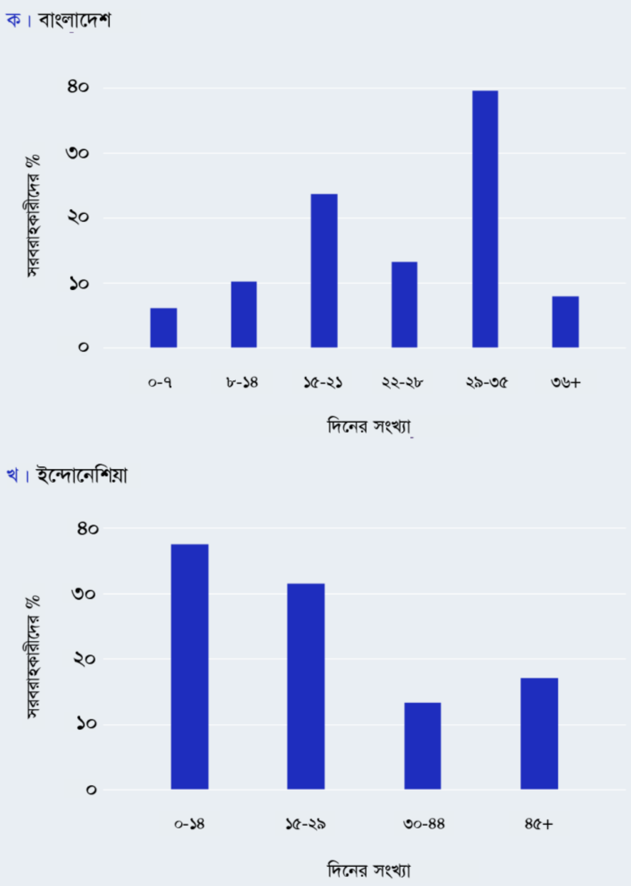

উৎসঃ বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ, বেটার ওয়ার্ক ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার শিল্প মন্ত্রণালয়ের মতে, মহামারীর অর্থনৈতিক প্রভাবের কারণে ৮১২,২৫৪ পোশাক এবং পাদুকা কর্মী বা প্রায় ৩০ শতাংশ পোশাক এবং পাদুকা শ্রমিকদের ২০২০ সালের জুলাইয়ের মধ্যে ছাঁটাই করা হয়েছিল (শিল্প মন্ত্রণালয়, ২০২০)।[11] ইন্দোনেশিয়ার ১৩৪টি গার্মেন্টস কারখানার উপরে পরিচালিত একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে যে, কারখানাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ প্রতিক্রিয়া ছিল সাময়িকভাবে শ্রমিক সংখ্যা কমানো, অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই করা এবং মজুরি কমানো। মার্চ ২০২০ থেকে শুরু করে জরিপকৃত এসব কারখানা থেকে প্রতি সপ্তাহে কাজের ঘণ্টা গড়ে ১৫.৬ ঘন্টা কমে গেছে (মজুরি সূচক, ২০২০)।

মিয়ানমারে বিভিন্ন প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে, দেশটির আনুমানিক ৬০০টি পোশাক কারখানার মধ্যে ৪৪টি বন্ধ রয়েছে, যার ফলে প্রায় ২২,০০০ শ্রমিক বেকার হয়েছে (পিপলস ডিসপ্যাচ, ২০২০)। একইভাবে, কম্বোডিয়ায় ১৫০,০০০-এরও বেশি শ্রমিক (যা দেশের গার্মেন্টস কর্মীদের প্রায় ১৫ শতাংশ) মহামারী চলাকালীন তাদের চাকরি হারিয়েছে বলে জানা গেছে (খমের টাইমস, ২০২০)। ভিয়েতনাম বস্ত্র ও পোশাক সংগঠন (ভিআইটিএএস)-এর একটি প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, ৮০ শতাংশ সরবরাহকারী এপ্রিল এবং মে ২০২০-এ কর্মীদের ছাঁটাই করেছেন এবং জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আরও ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে (ফাইবারটুফ্যাশন নিউজ ডেস্ক, ২০২০এ)।

11 এতে অস্থায়ী এবং স্থায়ী ছাঁটাই উভয়ই অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু সমীক্ষাটি এই দুটির মধ্যে পার্থক্য করেনি।

কারখানাগুলোর কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে

২০২০ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকের শুরুতে যে কারখানাগুলি চালু ছিল- অর্থাৎ, যেগুলি সঙ্কটের পুরটা সময় জুড়ে চালু ছিল বা আবার চালু হয়েছে- সেগুলি মহামারী-পূর্ববর্তী কর্মক্ষমতাতে কাজ করছে না বলে জানা যায়। বাংলাদেশে প্রায় ৪৩ শতাংশ সাপ্লায়ার তাদের প্রাক-মহামারী জনবলের ৫০ শতাংশেরও কম অংশ নিয়ে কাজ করছে (চিত্র ১৩)। শুধুমাত্র ৩.৯ শতাংশ সাপ্লায়ার তাদের আগের পুরো কর্মশক্তি ধরে রেখেছে। সাপ্লায়ারদের বৃহত্তম অনুপাত (প্রায় ২০ শতাংশ) মহামারীর আগে তাদের যত শ্রমিক ছিল, তার ৩০-৩৯ শতাংশ নিয়ে কাজ করছে।

▶ **চিত্র-১৩ বাংলাদেশে কর্মশক্তির সক্ষমতা হ্রাসের চিত্র**

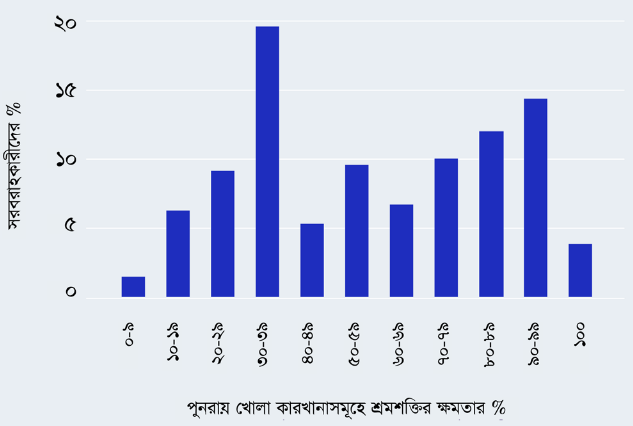

উৎসঃ বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ

জুলাই পর্যন্ত, পুনরায় খোলার পরে কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসা শ্রমিকদের গড় অনুপাত ছিল কারখানার প্রাক-মহামারী মোট কর্মশক্তির ৫৭ শতাংশ (সারণী-১)। বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের সদস্য কারখানার মধ্যে মোট ২৩০,৭৪৯ জন শ্রমিক এখনও কারখানাগুলি পুনরায় খোলার পর কাজে যোগ দেয়নি, যা বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ কর্মসূচির অধীনে মোট শ্রমিকের প্রায় ৪১ শতাংশ।[12]

▶ **সারণী-১ বাংলাদেশে কারখানা পুনরায় চালু হওয়ার পরেও ফিরে না আসা বা এখনও কাজ না করা শ্রমিকের পরিসংখ্যান**

শ্রেণী	গড়	মধ্যমা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	মোট
কারখানা পুনরায় খোলার পরে কাজে ফিরে আসা শ্রমিকদের অংশ (শতাংশ)	৫৭	৫১	৫	১০০	প্রযোজ্য নয়
কর্মহীন শ্রমিকের সংখ্যা	১১০৯	৮০৮	০	৮৩৮৩	২৩০৭৪৯

ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু খুচরা বিক্রেতা কারখানা পুনরায় খোলার পরে এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলিসহ পোশাক উত্পাদনকারী দেশগুলিতে পুনরায় অর্ডার দেয়া শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ পুনরায় অর্ডার পাচ্ছে, বিশেষ করে ক্রেতারা সাপ্লায়ারদের প্রাক-মহামারী কাজের অর্ডার পুনরায় বহাল করতে বলছে। যাই হোক, প্রাথমিক হিসাবগুলিতে পুনরায় বহাল হওয়া অর্ডারসমূহ কারখানাগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য দেখায় যায়- বড় কারখানাগুলি ছোট এবং মাঝারি আকারের কারখানাগুলির চেয়ে বেশি অর্ডার ফিরে পাচ্ছে (আরএমজি বাংলাদেশ, ২০২০এ)।

বাংলাদেশী মিডিয়া রিপোর্টগুলি নির্দেশ করে যে, গত অর্থবছরে ১২.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্মিলিত রপ্তানি মূল্যের আনুমানিক ৩৫১টি কারখানা ২০২০ সালের জুলাই মাসে শ্রমিক ছাঁটাই না করেই পুরোদমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে, ৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি মূল্য সহ ৩৪১টি মাঝারি আকারের কারখানার একটি গ্রুপ তাদের কর্মক্ষমতার ৬০ শতাংশ নিয়ে চলছে বলে জানা গেছে (মৃধা, ২০২০এ)।[13]

কারখানার কর্মক্ষমতা হ্রাসের ঘটনা ভিয়েতনামেও স্পষ্ট। ভিয়েতনামের গার্মেন্টস শিল্প দেশের প্রধানত অর্ডার বাতিলের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ খাতগুলির মধ্যে একটিতে পরিণত হয়েছে। ভিয়েতনাম বস্ত্র ও পোশাক সংগঠন (ভিআইটিএএস) অনুসারে, ৭০ শতাংশ পোশাক প্রস্তুতকারক মার্চ মাসে শিফটে এবং পালা করে কাজ করা শ্রমিক কমিয়েছে, আর এপ্রিল এবং মে মাসে এই সংখ্যা আরও ১০ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে (নগুয়েন ও লে, ২০২০)। জুলাই ২০২০ সালে ভিআইটিএএস রিপোর্ট করেছে যে, পুনরায় চালু হওয়া কারখানাগুলি ৫০-৬০ শতাংশ কর্মক্ষমতায় কাজ করছে এবং ছাঁটাই হওয়া প্রায় ৫০০,০০০ থেকে ৬০০,০০০ শ্রমিককে আর চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়নি। সংগঠনটি অনুমান করেছে যে, ২০২০ সালের শেষ নাগাদ এই শিল্পে ৮.৫-১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্ষতি হবে, যা ২০১৯ সালে দেশটির পোশাক ও বস্ত্র রপ্তানির প্রায় ২২ থেকে ৩১ শতাংশ (ভিআইটিএএস প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, আগস্ট ১০, ২০২০)।

শ্রীলঙ্কায় যুগ্ম পোশাক সংগঠন ফোরাম (জেএএএফ) জানিয়েছে যে, সাপ্লায়ারদের আয় মার্চ এবং জুলাই ২০২০-এর মধ্যে ৭৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কমেছে, এবং ২০২০-এর শেষ নাগাদ আরও ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার কমে যাওয়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে, যা শ্রীলঙ্কার পোশাক খাত থেকে আসা ৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বার্ষিক আয়ের ১৯ শতাংশ। মার্চ মাসে লকডাউন চালু হওয়ার পরে বেশিরভাগ কারখানা জুলাই ২০২০-এর মধ্যে পুনরায় চালু হয়েছিল, যদিও বেশিরভাগই ৮০ শতাংশ কর্মক্ষমতায় কাজ করছে বলে জানা গেছে (জেএএএফ প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ৪ আগস্ট, ২০২০)।

এই প্রতিবেদনের জন্য জরিপ করা সংগঠনগুলির মধ্যে ২০২০ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিকে এবং তার পরেও নতুন অর্ডারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা রয়েছে, কারণ এর মধ্যে কোভিড-১৯-এর "দ্বিতীয় তরঙ্গ" ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। জেএএএফ একটি ডাব্লিউ-আকৃতির পুনরুদ্ধারের পূর্বাভাস দিয়েছে, যাতে উৎপাদন সাময়িকভাবে প্রাক-মহামারী অর্ডারগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু তারপরে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর ২০২০-

12 প্রাপ্ত তথ্য কর্মক্ষেত্রে ফিরে না আসা কর্মীদের কর্মসংস্থান বা সুবিধার অবস্থা বা তাদের ফিরে না আসার কারণ উল্লেখ করেনি।
13 ইউএনসিটিএডি-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সালে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানির মোট মূল্য ছিল ৩৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

এ তা আবার কমে যাবে। বেটার বাইং দ্বারা জুলাই ২০২০-এ ৩০টি দেশ থেকে ১৪৭ জন সাপ্লায়ারের উপরে পরিচালিত সমীক্ষাটি একই রকম উদ্বেগজনক একটি [14] গতিপ্রবাহ উপস্থাপন করে: একদিকে ৯২.৫ শতাংশ উত্তরদাতা নিশ্চিত করেছেন যে, ক্রেতারা নতুন অর্ডার দিয়েছে, কিন্তু অন্যদিকে এই উত্তরদাতাদের ৫৯.২ শতাংশ জানিয়েছেন যে, অর্ডারের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ৫১ শতাংশ জানিয়েছেন যে, একই দামে কম পরিমাণের অর্ডার আসছে, যা সাপ্লায়ারদের রাজস্ব কমে আসার প্রতি নির্দেশ করে (বেটার বায়িং ইনস্টিটিউট, ২০২০বি)।

মজুরি হ্রাস এবং বিলম্বিত মজুরি প্রদান সাধারণ ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে

বেশিরভাগ দেশের পোশাক শিল্প মার্চ থেকে জুন ২০২০-এর মধ্যে তাদের অর্ডার, কাজের সময় এবং কর্মশক্তিতে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের রিপোর্ট করার কারণে শ্রমিকদের মোট আয় কমে গেছে। ২০২০ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে এখনও কাজে বহাল থাকা শ্রমিকদের জন্য উপার্জনে হ্রাস এবং মজুরি প্রাপ্তিতে বিলম্ব সাধারণ ঘটনা ছিল।

আইএলও বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের তথ্য নির্দেশ করে যে, প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজন শ্রমিক তাদের মজুরি আইনত বাধ্যতামূলক সাত কার্যদিবসের চেয়ে পরে পেয়েছেন (সারণী ২)। দেরিতে মজুরি প্রাপ্ত শ্রমিকদের অনুপাত এপ্রিল ২০২০-এ তিনজনের মধ্যে একজন হয়েছে।

▶ সারণী-২ বাংলাদেশে পরের মাসে ৭ কার্যদিবস পরে মজুরি প্রাপ্তির পরিসংখ্যান

	বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের কারখানা		বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের শ্রমিক	
মাস	নম্বর	%	নম্বর	%
মার্চ	৫৭	২২.৮	১০৭৯২২	১৮.১
এপ্রিল	৮০	৩২.০	১৬৫৭৬৫	২৭.৮
মে*	১৬	৬.৪	৩২২৫৪	৫.৪

দ্রষ্টব্যঃ মে মাসের মজুরি প্রদানে ৭০টি এন্ট্রি রয়েছে যা আপডেট করা হয়নি, যা দেরিতে মজুরি পরিশোধকারী কারখানার সংখ্যা কম দেখানোর কারণ হতে পারে। % বলতে সব বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশের কারখানার শতাংশ বোঝায়।
উৎসঃ বেটার ওয়ার্ক বাংলাদেশ

অধিকন্তু, মজুরি হ্রাস পেয়েছে, যা ক্ষুদ্রঋণ সুবিধা (এমএফও) এবং দক্ষিণ এশিয় অর্থনৈতিক মডেলিং নেটওয়ার্ক (এসএএনইএম) দ্বারা পরিচালিত বাংলাদেশের ১,৩৭৭ পোশাক শ্রমিকের উপরে পরিচালিত ফোন জরিপে প্রকাশ পেয়েছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, শ্রমিকরা মে মাসে গড়ে ৫,৫৫২ টাকা (৬৫ মার্কিন ডলার) কম বনাম এপ্রিলে ৯,৫০০ টাকা (১১৩ মার্কিন ডলার) কম বেতনের রিপোর্ট করেছে (পোশাক শ্রমিকদের দিনলিপি, ২০২০)। নিম্ন মজুরি শ্রমিকদের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে, বিশেষ করে খাদ্যের নিশ্চয়তার ক্ষেত্রে। এমএফও এসএএনইএম সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ২০২০ সালের জুনে উত্তরদাতাদের ৭৭ শতাংশ জানিয়েছেন যে খাবারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় তারা প্রয়োজনের চেয়ে কম খাবার খেয়েছেন। এই অনুপাত মে ২০২০ সালে উত্তরদাতাদের ৮৫ শতাংশ থেকে কমে এসেছে। বাংলাদেশে ১,২০০ গার্মেন্টস শ্রমিকের উপর ব্র্যাকের আরেকটি জরিপে দেখা গেছে যে, মাত্র ৫০ শতাংশ শ্রমিক মার্চ ২০২০-এর সম্পূর্ণ বেতন পেয়েছেন, ৪২ শতাংশ এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ বেতন পেয়েছেন, এবং ২০২০ সালের মে মাসে ৭৪ শতাংশ শ্রমিকও তাই পেয়েছিলেন (আইএলও ব্র্যাক, ২০২০)। [15]

সরকারী আয়-সহায়তা কর্মসূচির উপরে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল পোশাক শ্রমিকদের আয় তাদের নিয়মিত উপার্জন এবং এমনকি ন্যূনতম মজুরি স্তরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম ছিল, যা শ্রমিকদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখা কঠিন করে তুলেছিল (সরকারী নীতি পদক্ষেপের দেশ-ভিত্তিক বর্ণনার জন্য পরিশিষ্ট-১ দেখুন)।

সব মিলিয়ে, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কায় মজুরি ব্যবধানের উপর পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রচারাভিযানের একটি বিশ্লেষণ অনুমান করে যে, পোশাক শ্রমিকরা ছাঁটাইয় ও কারখানা বন্ধের কারণে মার্চ থেকে মে ২০২০ পর্যন্ত ৩.১৯ থেকে ৫.৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হারিয়েছে (পরিচ্ছন্ন পোশাক প্রচারাভিযান, ২০২০)।

উদাহরণস্বরূপ, ব্যবসা ও মানবাধিকার সংস্থান কেন্দ্র রিপোর্ট করেছে যে, ভারতে পোশাক শ্রমিকরা ৫৭ শতাংশ কম মজুরি পেয়েছে (বিএইচআরআরসি, ২০২০)। অধিকন্তু, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল দেখেছে যে, কম্বোডিয়ান সরকার ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের ৭০ মার্কিন ডলার লাভ প্রদানের জন্য মালিকপক্ষের সাথে কাজ করলেও মে মাসে জরিপ করা শ্রমিকদের মাত্র ৪১ শতাংশ প্রকৃতপক্ষে লাভের পরিমাণটি সম্পূর্ণরূপে পেয়েছে (কেয়ার, ২০২০)। আইএলও বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া (বিএফসি, বেটার ওয়ার্ক) পরিচালিত ২০২০ সালের মে এবং জুন মাসে ৩৭৫ জন শ্রমিকের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোভিড-১৯-এর কারণে উৎপাদন ব্যাঘাতের ফলে এদের মধ্যে ৪৯ শতাংশ শ্রমিকের আয় হ্রাস পেয়েছে, এবং ৪১ শতাংশ জানিয়েছে যে, তাদের কর্মঘণ্টা কমে গেছে (বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া, ২০২০)।

স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন যে, শ্রমিকদের বেতন না পাওয়া বা কম বেতন পাওয়ার ঘটনায় সম্ভাব্য অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ ২০২০ সালের জুলাইয়ের শেষের দিকে একটি প্রতিবেদন জারি করেছে যেখানে মজুরি এবং ঈদ উত্সব বোনাস এবং শ্রমিকদের ছুটির সমস্যাগুলি প্রদানে ব্যর্থতার জন্য ১৭৭টি কারখানা বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশের মতে ৭৫৬টি পোশাক কারখানা তাদের কর্মচারীদের জুন মাসের বেতন দেয়নি (আরএমজি বাংলাদেশ, ২০২০বি)। ২০২০ সালের আগস্টের শেষের দিকে বাংলাদেশ শ্রম গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইএলএস) বলেছিল যে "[পোশাক খাতে] মজুরি পরিশোধ এবং চাকুরীচ্যুতি নিয়ে বলতে গেলে কোনো শ্রম অসন্তোষ ছিল না" (মৃধা, ২০২০বি)।

14 চীন, হংকং (চীন), ভারত, বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান সহ অন্যান্য দেশ।
15 এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের পোশাক খাতে মজুরি সম্পর্কিত আরও তথ্য এবং তথ্যের জন্য আইএলও (২০১৬) এবং আইএলও (২০১৮) দেখুন।

নারীরা বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে

কোভিড-১৯ মহামারীর স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক প্রভাবগুলিও নারী কর্মীদের অসমভাবে প্রভাবিত করেছে, যা মহামারীর আগে লিঙ্গ ব্যবধান বন্ধের ক্ষেত্রে অর্জিত সামান্য সাফল্যকে ব্যর্থতায় পরিণত করার মতো গুরুতর ঝুঁকি সামনে এনে দিয়েছে। এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে পোশাক শিল্পে সমস্ত মহিলা শ্রমিকের ৫ শতাংশেরও বেশি নিয়োগ করা হয়, যা এই শিল্পকে এই অঞ্চলের সকল শিল্প খাতের মধ্যে নারীদের জন্য সবচেয়ে বড় কর্মক্ষেত্র করে তোলে (আইএলও, ২০২০ডি)। এশিয়ার অনেক দেশে মোট কর্মসংস্থানে নারী পোশাক শ্রমিকরা একটি বড় অংশের দাবিদার (চিত্র-২ দেখুন)।

গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের ব্যাঘাত শুধুমাত্র নারী কর্মীদের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিতই করেনি, বরং মহামারীটি আগে থেকে বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। অনেক কর্মীর, বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের বৈতনিক এবং অবৈতনিক, উভয় কাজের দ্বিগুণ বোঝা বহন করতে হয়, যেখানে গৃহস্থালি কাজ এবং শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের যত্ন নেওয়ার মতো অতিরিক্ত দায়িত্ব তাদের পালন করতে হয়। ২০২০ সালের মে এবং জুন মাসে কম্বোডিয়ায় ৩০৭ জন মহিলা গার্মেন্টস কর্মীদের উপরে পরিচালিত কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল জরিপে ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে, তারা মহামারী চলাকালীন সময়ে পুরুষদের তুলনায় বেশি কাজের চাপ সহ্য করেছেন এবং তাদের মধ্যে ১৩ শতাংশ জানিয়েছেন যে পারিশ্রমিক বিহীন পরিচর্যার কাজ এ সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে, যেগুলো সংকট থেকে উদ্ভূত শীর্ষ তিনটি সমস্যার মধ্যে পড়ে (কেয়ার, ২০২০)।

পুরুষদের তুলনায় নারীরা কম বেতন পাচ্ছেন। বাংলাদেশে এমএফও এসএএনইএম সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, জুন মাসে মহিলারা একই পদে পুরুষদের জন্য ১০,০০০ টাকার (১১৮ মার্কিন ডলার) তুলনায় ৯,২০০ টাকা (১০৯ মার্কিন ডলার) গড় বেতন পেয়েছেন। নারী শ্রমিকরা পুরুষদের তুলনায় কম খাবার খাওয়ার কথাও জানিয়েছেন। ৭৯ শতাংশ মহিলা জানিয়েছেন যে, তারা জুন মাসে ৭০ শতাংশ পুরুষের তুলনায় পর্যাপ্ত খাবার খেতে পারেননি (পোশাক শ্রমিকদের দিনলিপি, ২০২০)।

কিছু কারখানা আবার চালু হলেও ডে কেয়ার সুবিধাগুলি বন্ধ ছিল, যা কর্মজীবী পিতামাতাদের, বিশেষ করে কর্মজীবী মহিলাদের অসুবিধায় ফেলেছে। এই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশে জাতীয় আইনে অনুযায়ী কারখানাগুলিতে নার্সারি বা শিশু যত্নের সুবিধার ব্যবস্থা রাখা একটি শর্ত। উদাহরণস্বরূপ, ভারতীয় আইন অনুসারে ৩০ জনেরও বেশি মহিলা শ্রমিক সম্বলিত কারখানাগুলিকে ডে-কেয়ার সুবিধার ব্যবস্থা করতে হবে; তবে মালিকপক্ষ ভাইরাসের বিস্তার সীমিত করার একটি পদক্ষেপ হিসাবে নার্সারি বন্ধ করার কথা উল্লেখ করেছেন (নাগরাজ, ২০২০)। কম্বোডিয়া এবং বাংলাদেশ সহ অন্যান্য দেশে পরিবার এবং কর্মীদের উপর মহামারীটির প্রভাব আইনে (নিউ এইজ, ২০১৯) অন্তর্ভুক্ত শিশু যত্নের শর্তগুলি প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সরকারের ব্যর্থতা এবং সকল শ্রমিকের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের, পেশাদার এবং সহজলভ্য যত্ন পরিষেবার ব্যবস্থা করার প্রয়োজনীয়তার দিকে তীব্রভাবে আলোকপাত করেছে।

এছাড়াও অভিযোগ রয়েছে যে, কোভিড-১৯ সংকটের আগে এবং পরে, উভয় সময়েই মালিকপক্ষ সন্তানসম্ভবা কর্মীদের বরখাস্ত করেছেন এবং মাতৃত্বকালীন বেনিফিট পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মে ২০২০ সাল থেকে সম্মিলিত গার্মেন্টস শ্রমিক ফেডারেশন বাংলাদেশে বরখাস্ত হওয়া সন্তানসম্ভবা শ্রমিকদের পক্ষে ৫০টি মামলা দায়ের করেছে (পলিতজার, ২০২০)। বিজিএমইএ অবশ্য এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে, গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবং গর্ভবতী শ্রমিকদের বরখাস্তের অভিযোগ তদন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে (বিজিএমইএ, ২০২০)।

মহামারীটি লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা এবং হয়রানির ঝুঁকিও বাড়িয়েছে (আইএলও, ২০২০ই, ২০২০এফ)। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব শুরু হওয়ার পর থেকে মহিলাদের বিরুদ্ধে সামগ্রিক সহিংসতা, বিশেষ করে গার্হস্থ্য সহিংসতা বৃদ্ধি পেয়েছে (ইউএন উইমেন, ২০২০)। লকডাউন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলি গার্হস্থ্য সহিংসতার হার বৃদ্ধিতে অবদান রেখেছে এবং আগে থেকেই সীমিত সহায়ক পরিষেবাগুলিতে কর্মীদের প্রবেশাধিকার সীমিত করেছে। কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল দেখেছে যে, কম্বোডিয়ায় নারী পোশাক শ্রমিকদের মধ্যে ৩৩ শতাংশ জানিয়েছে যে, কোভিড-১৯-এর কারণে তাদের বাড়িতে উত্তেজনা এবং সংঘর্ষ বেড়ে গেছে। কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল লক্ষ্য করেছে যে, লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা প্রায়শই কম রিপোর্ট করা হয়, এবং তাদের সমীক্ষায় যে ২ শতাংশ নারী কর্মী গার্হস্থ্য সহিংসতাকে একটি সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন, তা সম্ভবত একটি অবমূল্যায়ন (কেয়ার, ২০২০)।

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তাকে একটি মূল অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচনা করতে হবে

সমীক্ষাকৃত দেশগুলোতে সরকার এবং শিল্প সমিতিগুলি কোভিড-১৯-এর বিস্তার কমানোর জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে (পরিশিষ্ট-১ দেখুন)। বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া পরিচালিত শ্রমিক সমীক্ষাগুলি কম্বোডিয়ার মধ্যে মহামারী সম্পর্কে বার্তাগুলির বিস্তৃতি এবং তাদের কাজের সাথে এর সম্পর্ক পরীক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। কোভিড-১৯ সম্পর্কে উচ্চ স্তরের সচেতনতা রয়েছে এবং ৭০ শতাংশেরও বেশি কর্মী কর্মক্ষেত্রে মালিকপক্ষের কাছ থেকে লাউড স্পীকার ঘোষণার মাধ্যমে হালনাগাদ তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছেন। দুই-তৃতীয়াংশ পোস্টার বা লিখিত বা চাক্ষুষ বা দৃশ্যমান অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে মালিকপক্ষের কাছ থেকে হালনাগাদ তথ্য পেয়েছেন (বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া, ২০২০)।

মালিক সমিতিগুলো সদস্য কারখানাগুলিতে কোভিড সুরক্ষা নির্দেশিকা প্রচারের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিয়েতনামে আইএলও বেটার ওয়ার্কের সহযোগিতায় ভিআইটিএএস এবং শ্রম ও সামাজিক বিষয়ক মন্ত্রনালয় (এমওএলআইএসএ) পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (ওএসএইচ) বিধানের উপর নির্দেশিকা প্রচার করেছে (ভিআইটিএএস প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ১০ আগস্ট, ২০২০)। শ্রীলঙ্কায়, জেএএএফ জানিয়েছে, যে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসার পরিবহনস্থলগুলোতে শ্রমিকদের তাপমাত্রা নেওয়া হয়েছে, সেলাই মেশিনগুলিকে পরস্পরের থেকে আরও দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ক্যান্টিনে আসনগুলি উঠিয়ে রাখা হয়েছে (জেএএএফ প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ৪ আগস্ট, ২০২০)।

এই বিধানগুলির প্রয়োগের জন্য কী কী ব্যবস্থা রয়েছে এবং কারখানাগুলি এসব বিধান কতটা প্রয়োগ করছে, তা স্পষ্ট নয়। যদিও অনেক কারখানা নির্দেশনা পেয়েছে এবং কোভিড-১৯ ছড়ানোর ঝুঁকি কমানোর জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে, তবে প্রমাণ রয়েছে যে, মালিকপক্ষ অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ওএসএইচ ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়ন করছেন, বিশেষ করে সামাজিক দূরত্ব সম্পর্কিত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে।

আইএলও বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া (বিএফসি) পরিচালিত ফোন সমীক্ষা কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ওএসএইচ ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের বিষয়ে কর্মীদের মতামত বোঝার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই সমীক্ষার ফলাফল নির্দেশ করে যে, ৮০ শতাংশ শ্রমিকের দেয়া তথ্য অনুযায়ী কারখানায় প্রবেশের সময় তাপমাত্রা পরীক্ষা করা একটি শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুখের মাস্ক সরবরাহ করা হয়। যাই হোক, মাত্র ২০ শতাংশ কর্মী রিপোর্ট করেছেন যে, মালিকপক্ষ ক্যান্টিন বা বিশ্রামস্থলগুলোতে জমায়েত কমিয়ে সামাজিক-দূরত্বের ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছেন। মাত্র ১৪ শতাংশ কর্মী রিপোর্ট করেছেন যে, মালিকপক্ষ কাজের জায়গা ও যন্ত্রপাতির উপরিপৃষ্ঠকে জীবাণুমুক্ত করেছেন এবং ১২ শতাংশ জানিয়েছেন যে, মালিকপক্ষ সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করার জন্য উত্পাদন ক্ষেত্রগুলি পুনরায় সাজিয়েছেন। ফলস্বরূপ, প্রতি দুইজন শ্রমিকের মধ্যে একজন ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, তারা কাজের সময় এবং যাতায়াতের সময় সামাজিক দূরত্বের শর্ত বজায় রাখতে পারেননি (বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া, ২০২০)।

বাংলাদেশে ব্র্যাক দ্বারা জরিপ করা প্রায় অর্ধেক শ্রমিক জানিয়েছেন যে, তাদের কারখানাগুলি তাদেরকে কোনও ব্যক্তিগত সুরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) দেয়নি। অধিকন্তু, জরিপকৃত কর্মীদের মধ্যে প্রায় চারজনের মধ্যে একজন জানিয়েছেন যে, কোভিড-১৯ উপসর্গ অনুভব করলে তাদের জন্য যে বেতনভুক্ত অসুস্থ ছুটি বা বিশেষ ছুটির বিধান রয়েছে, সে সম্পর্কে তারা অবহিত নন (আইএলও ব্র্যাক, ২০২০)।

বাংলাদেশে কিছু কারখানা যথাযথ সামাজিক দূরত্বের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও লকডাউনের মধ্যে খোলা থাকতে পারে বলে জানা গেছে (ইসলাম, ২০২০)। কিছু প্রতিবেদন নির্দেশ করে যে, যে সমস্ত কর্মীরা তাদের নিজ শহরে ফিরে যাননি, তাদেরকে "কোম্পানি পরিচালিত ডরমিটরিতে রাখা হয়, বলা ভালো যে, আবদ্ধ করে রাখা হয় এবং [...] তাদেরকে সংক্রমণের মুখে ফেলে দেয়া হয়। রপ্তানিকারকরা ভয়ে আছেন যে, এই শ্রমিকরা চলে গেলে, কাজ স্বাভাবিক হলে তারা শ্রমিকের তীব্র ঘাটতির সম্মুখীন হতে পারে" (এসএলডি, ২০২০)। কম্বোডিয়ায়, শ্রমিক এবং শ্রম পরামর্শকরা নিয়মিতভাবে শ্রমিকদের কারখানায় আনা-নেওয়া করা জনাকীর্ণ ট্রাকগুলিতে কোভিড-১৯-এর সংস্পর্শে আসার ঝুঁকি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন (মনিরথ, ২০২০)।

সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতাকে একটি মূল শ্রম অধিকার হিসাবে দেখা

সাম্প্রতিক উপলব্ধ তথ্য অনুসারে সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যপদ এই অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে কম থাকে (অনেক দেশে কিছুটা উচ্চ মাত্রার অনানুষ্ঠানিকীকরণের কারণে)। মায়ানমারে ইউনিয়নে যোগ দেয়া এরকম শ্রমিকের হার ১ শতাংশ নির্দেশ করে, ইন্দোনেশিয়ায় ৭ শতাংশ, কম্বোডিয়ায় ১০ শতাংশ এবং শ্রীলঙ্কায় ১৫ শতাংশ।[16] এশিয়ার পোশাক খাতে কারখানা এবং সেক্টরাল, উভয় ক্ষেত্রেই নিম্ন স্তরের যৌথ দরকষাকষি দেখা যায়।

এই প্রতিবেদনে জরিপ করা বেশিরভাগ দেশে মহামারীর আগে সংগঠন করার স্বাধীনতার উপর বিধিনিষেধ বিদ্যমান ছিল। এগুলোর প্রতিফলন ঘটেছে আইএলওর কনভেনশন ও রেকমেন্ডেশন প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটি (সিইএসিআর)-এর সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে। এই সিইএসিআর হলো আইএলও সদস্য রাষ্ট্রগুলির আন্তর্জাতিক শ্রম মান প্রয়োগের মূল্যায়নের জন্য প্রতিষ্ঠিত নিরপেক্ষ তদারকি ব্যবস্থা।[17] উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালে এই কমিটি বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, ফিলিপাইন, শ্রীলঙ্কার সরকারগুলিকে সংগঠন করার স্বাধীনতা, যৌথ দরকষাকষি এবং শিল্প সম্পর্কের বিষয়ে আইটিইউসি দ্বারা করা পর্যবেক্ষণ এবং/অথবা অভিযোগের বিষয়ে মন্তব্য করতে বলেছিল (আইএলও, ২০২০জি)।

একটি ব্যবসায়িক ও মানবাধিকার সংস্থান কেন্দ্রের রিপোর্ট মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, ভারত এবং বাংলাদেশে ইউনিয়ন সদস্য বা নেতা বরখাস্তের নয়টি ঘটনা চিহ্নিত করেছে (খাম্বে এবং নারায়ণসামি, ২০২০)। সেপ্টেম্বর ২০২০-এ করা অক্সফামের একটি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কর্মীদের ভয় দেখানো এবং ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়ার অভিযোগের মধ্যেই ভারতে ১,২০০ জন কর্মীকে প্রধান একটি সাপ্লায়ার কারখানা থেকে ছাঁটাই করা হয়েছে (অক্সফাম, ২০২০)। যদিও বৈশ্বিক অবকাঠামো চুক্তি [18] ইউনিয়ন প্রস্তুতকারক এবং ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে সংলাপের ব্যবস্থা করে দিয়ে এদের মধ্যে বিরোধগুলি মোকাবেলায় সহায়ক হয়েছে, তবুও এ ধরনের সমাধানে লম্বা সময় দরকার হতে পারে, কারণ এক্ষেত্রে উত্পাদনকারী দেশের বাইরে সাপ্লায়ারদের সদর দফতরের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় এবং কারখানাভেদে ব্র্যান্ডগুলির অর্ডারের পরিমাণ ওঠানামা করে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ১৪ আগস্ট, ২০২০)।

মায়ানমারে মহামারী চলাকালীন ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কে মিডিয়া রিপোর্টের ফলে এ ব্যাপারে যদিও কিছু ব্র্যান্ড হস্তক্ষেপ করেছে এবং কিছু ইউনিয়ন পুনর্বহাল করা হয়েছে (প্যাটন, ২০২০), তারপরেও শ্রমিক আন্দোলনকর্মীরা যুক্তি দিয়েছেন যে, এই কৌশলটি সম্ভবত সাব-কন্ট্রাক্টর এবং কম পরিচিত ব্র্যান্ড খুব একটা কার্যকরীভাবে কাজে লাগাতে পারবে না (মং, ২০২০)।

২০১৬ সাল থেকে কম্বোডিয়ায় ইউনিয়নের কার্যক্রম এবং মানবাধিকার গুরুতরভাবে লঙ্ঘনের উপর নিষেধাজ্ঞার একটি ধারার ফলে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দ্বারা এর বাজারে দেশটির কিছু পণ্যের শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে (ইউরোপীয় কমিশন, ২০২০)। কম্বোডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন জোট (সিএটিইউ) রিপোর্ট করেছে যে, এর চারজন সদস্যকে "শ্রমিকদের অপরাধ করতে প্ররোচিত করার" অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে (সভুথি, ২০২০)। ২৯ এপ্রিল ২০২০-এ জারি করা একটি জরুরি

16 আইএলওস্ট্যাট-এ তথ্য পাওয়া যাবে।
17 ২০১৯ সালে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স অনুসারে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চীন এবং ভিয়েতনাম সবাই র‍্যাঙ্কিং "৫" পেয়েছে, যা সংগঠনের স্বাধীনতার কোনো গ্যারান্টি নির্দেশ করে না। তিনটি দেশ- শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান এবং মায়ানমারকে অধিকারের পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের কারণে আইটিইউসি দ্বারা "৪" হিসাবে রেট করা হয়েছে।
18 গ্লোবাল ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্টস (জিএফএ-সমূহ) বলতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং একটি বহুজাতিক কোম্পানির মধ্যে সমঝোতা করা বৈশ্বিক চুক্তিগুলিকে বোঝায়, যা একটি কোম্পানির বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন জুড়ে শ্রম, স্বাস্থ্য বা পরিবেশগত মান নির্ধারণ করে। আরো তথ্যের জন্য, যান: http://www.industriall-union.org/what-is-a-global- framework-agreement

▶ চতুর্থ অংশ: এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নীতিভিত্তিক পদক্ষেপ

এই অঞ্চলের সরকারগুলি সঙ্কট মোকাবেলায় সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছে

কোভিড-১৯ সংকটে সরকারের নীতিভিত্তিক পদক্ষেপ একটি সাধারণ প্যাটার্ন অনুসরণ করে।[19] পরিশিষ্ট ১-এর সারণী এ১ ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পাঁচটি বিস্তৃত শ্রেণীতে নিযুক্ত মূল কর্মক্ষেত্র এবং রাজস্ব নীতির সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে: যথা- শিল্পকারখানা বন্ধ, শ্রমিকদের জন্য আয়জনিত সহায়তা, চাকরির সুরক্ষা, শ্রমিকদের ছুটি, এবং শিল্প ভর্তুকি। সারণীতে অন্তর্ভুক্ত বেশিরভাগ নীতিগুলি বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কা ব্যতীত সমস্ত উত্পাদন খাতে প্রয়োগ করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আর উপরোল্লিখিত দেশগুলোতে এসব নীতিগুলি বিশেষভাবে পোশাক এবং পাদুকা শিল্পকে লক্ষ্য করে প্রণয়ন করা হয়েছিল (দেশীয় অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণে)।

পরিশিষ্ট ১ এর সারণি এ১ খুব বেশি বিস্তৃত নয় এবং এখানে সংকট প্রশমনে সাহায্য করার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। এতে বিদ্যমান শ্রম আইন এবং সেগুলো চর্চার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে অসুস্থতাজনিত ছুটির নীতিগুলি সম্পর্কে এতে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, যা মূলত অপরিবর্তিত রয়েছে, কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। টেবিলটিতে দেখা যায় যে, বেশিরভাগ সরকারই পোশাক খাতের শ্রমিক এবং সাপ্লায়ারদের সহায়তা করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে, সঙ্কটের অভূতপূর্ব মাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে এটি দেখা বাকি রয়েছে এবং এতো আগেই এই বিষয়টি মূল্যায়ন করা ঠিক হবে না যে, গৃহীত ব্যবস্থাগুলি পোশাক খাতে কর্মরত অনেক মহিলাসহ ব্যবসা এবং জীবিকা রক্ষার জন্য যথেষ্ট ছিল কিনা।

আন্তর্জাতিক সংহতি এবং সমর্থন এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলি, বিশেষ করে ক্ষুদ্র অর্থনীতির দেশগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে। উন্নত অর্থনীতিতে প্রণোদনা প্যাকেজগুলি উন্নয়নশীল অর্থনীতির তুলনায় বড় এবং জুন ২০২০ পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী আর্থিক প্রণোদনার (আইএলও, ২০২০এইচ) ৮৮ শতাংশ জুড়ে ছিল। যাই হোক, যেসব উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের বড় ভূমিকা থাকে, সেগুলোতে শ্রমিক এবং কারখানার জন্য সহায়তা একইভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত।

সহায়তা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বেশ কয়েকটি শিল্প ও সরকার ঋণ এবং অনুদান পেয়েছে। এসব ঋণ ও অনুদান প্রদানকারীদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বহুমুখী প্রতিষ্ঠান। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে নিম্ন ও নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশগুলির সরকারগুলির দ্বারা উপরে উল্লিখিত মজুরি ভর্তুকিসহ স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলিকে সহায়তা করার জন্য আনুমানিক ৯ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১০.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমান) প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল (বোরেল, ২০২০)।

এর মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ করে রপ্তানিমুখী শিল্পে নগদ সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষার জন্য দেয়া ২৬৩ মিলিয়ন ইউরো (বা ৩০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং কম্বোডিয়ার জন্য দেয়া ৪৮৭ মিলিয়ন ইউরো (বা ৫৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)- যাদের উভয়েই ইইউ-ভিত্তিক ব্র্যান্ডের পোশাকের প্রধান উত্স (ইইএএস, ২০২০বি; জিনহুয়া, ২০২০)। যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (ডিএফআইডি) একইভাবে ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ৬.৮৫ মিলিয়ন পাউন্ডের একটি সহায়তা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে, যার একটি অনির্দিষ্ট অংশ “বাংলাদেশের ৮০,০০০ কারখানা শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার উদ্দেশ্যে” বরাদ্দ করা হয়েছে (বিউমন্ট, ২০২০)।

মায়ানমারে উৎপাদিত ৭০ শতাংশ পোশাক ইইউ সদস্য দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়, আর এখানে ইইউ-এর অর্থায়নে চালিত স্মার্ট (এসএমএআরটি) বস্ত্র ও পোশাক প্রকল্পটি এপ্রিল এবং ডিসেম্বর ২০২০-এর মধ্যে ছাঁটাই করা পোশাক শ্রমিকদের প্রতি মাসে ৩৫,০০০ থেকে ১২৫,০০০ পর্যন্ত (বা ২৬ মার্কিন ডলার থেকে ৯২ মার্কিন ডলার) পর্যন্ত সরাসরি অর্থ প্রদান করছে। ২০২০ সালের মার্চ মাসে ৫ মিলিয়ন ইউরো তহবিল তৈরির সময় ইইউ এই ভিত্তিতে হিসাব করেছে যে, “পোশাক শিল্পের ৭০০০,০০০ শ্রমিকের মধ্যে আনুমানিক ৩৫০,০০০ জন হয় বিনা বেতনে সাসপেন্ড হওয়ার বা স্থায়ীভাবে তাদের চাকরি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে”। তহবিলটি প্রায় ৮০,০০০ শ্রমিককে এক থেকে তিন মাসের জন্য “দ্রুত এবং অ-আমলাতান্ত্রিকভাবে নগদ অর্থ প্রদান” করার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। তহবিলটি ২০২০ সালের ১ মে থেকে ৩ আগস্ট পর্যন্ত ৪৫,০৬১ শ্রমিককে ২.৫ মিলিয়ন ইউরো মূল্যের অর্থ প্রদান করেছে (ফাইবারটুফ্যাশন নিউজ ডেস্ক, ২০২০বি)।[20]

বিশেষ করে ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই নীতিগুলির সুযোগ এবং বাস্তবায়নকে চ্যালেঞ্জ করেছে (সালাভেরিয়া ও গ্যাস্কন, ২০২০)। উপরের অংশে যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, চাকরিরত এবং ছাঁটাইকৃত বা বেকার পোশাক শ্রমিকদের বিলম্বিত বা অপর্যাপ্ত অর্থ প্রদানের ফলে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনে বিক্ষোভ হয়েছে। মিয়ানমার এবং কম্বোডিয়ায় ২০২০ সালের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া স্থগিত করার সিদ্ধান্তের কারণে এই অস্থিরতা আরও ঘনীভূত হতে পারে (খমের টাইমস, ২০২০; ওয়াথান, ২০২০)।

ট্রেড ইউনিয়নগুলি উৎপাদন কর্মীদের কোভিড-১৯ সম্পর্কিত

19 ২০০৮ সালের আর্থিক সংকটে শিল্পের অভিজ্ঞতা এবং বিশ্বব্যাপী পোশাক বাণিজ্যে মন্দার ফলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে কোভিড সংকটের প্রতিক্রিয়া নিয়ে কাজ করা সরকার, সামাজিক অংশীদার এবং গবেষকদের জন্য শিক্ষামূলক। এক, শিল্প-স্তরের এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষতি সীমিত করার জন্য ২০০৮ এবং ২০০৯ সালে নীতিগত প্রতিক্রিয়া তৈরি করা হয়েছিল – যারা ২০০৫ সালে প্রথমে মাল্টি-ফাইবার ব্যবস্থার শেষের নেতিবাচক প্রভাবগুলি এড়াতে পরিকল্পনা করা নীতিগুলির বিশদ বিবরণ। এই নীতিগত প্রক্রিয়াগুলো কোভিড-১৯ চলাকালীন পুনর্ব্যবহৃত এবং প্রসারিত হয়েছে। দুই, নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব এবং সাম্প্রতিক নীতি ক্রিয়াকলাপের রিপোর্টিং তাদের স্বল্প-মেয়াদী প্রভাবগুলি পরিমাপ করা কঠিন করে তুলেছে, যা ২০০৮-০৯ আর্থিক সংকটের প্রতিক্রিয়াগুলির সাথে জড়িত শিল্প কার্যকর্তাদের এবং পর্যবেক্ষকদের কাছে পরিচিত একটি সমস্যা (ফর্স্টেটার, ২০১০)।

20 প্রকল্পের অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে Amfori, সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট (সিইএসডি) এবং কনফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়ন মায়ানমার (সিটিইউএম), এইচএন্ডএম, সিএন্ডএ এবং বেস্টসেলার। তুলনামূলকভাবে দক্ষ এবং কম দামের মোবাইল-ফোন ভিত্তিক ব্যাঙ্কিং সিস্টেম ওয়েভ এবং উইং যথাক্রমে মায়ানমার এবং কম্বোডিয়ায় পোশাক শ্রমিকদের জরুরি সহায়তা প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

অসুস্থতার বিস্তার থেকে রক্ষা করার জন্য পরিকল্পিত স্পষ্ট শর্ত প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার উপরও দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীলঙ্কায় সিলন শ্রমিক ফেডারেশন "কর্তৃপক্ষকে এমন কোনও পদক্ষেপের না নিতে অনুরোধ করেছিল যা আগে কর্মক্ষেত্রে, কর্মসংস্থানের সময় এবং যাতায়াতের সময় শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা নিশ্চিত না করেই উৎপাদন পুনরায় শুরু করবে" (টাইমস অনলাইন, ২০২০)। এই প্রতিবেদনে বেশিরভাগ দেশে জারি করা নির্দেশনাগুলির মতো কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আহ্বানটি ব্যাপক। লকডাউন এবং কারখানা-নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সংক্রান্ত আদেশ এবং অ-বাধ্যতামূলক নির্দেশনার সংমিশ্রণের মধ্যে রয়েছে হাত ধোয়া থেকে শুরু করে বায়ু-বিশুদ্ধকরণের উন্নতি এবং পালাক্রমে বা শিফটে কাজ করার দৈর্ঘ্য এবং সময় পরিবর্তন (ফাখরি, ২০২০; ডিএফডিএল, ২০২০বি)। এই নির্দেশিকাগুলি সিনেমা বা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বন্ধ স্থানগুলিতে অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের জন্য জারি করা লকডাউন আদেশের বিপরীত (ইকনমিনেক্সট, ২০২০)।

কার্যকর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং নিয়োগকর্তার কার্যকারিতা এবং কর্মীদের আয় বৃদ্ধি- এই দুটি বিষয়ে নীতি প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন স্বল্পমেয়াদে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী শ্রমিক, নিয়োগকর্তা এবং সরকার, সকলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এগুলি শিল্প এবং এর কর্মীদের দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করারও প্রধান উপায় (আইএলও, ২০২০আই)।

সামাজিক সংলাপ সমাধানের চাবিকাঠি

সংকট মোকাবেলার পদক্ষেপ নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য সামাজিক সংলাপ এমন দেশগুলিতে ফলপ্রসূ হয়েছে, যেখানে সংলাপ কাঠামো বা উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বিদ্যমান ছিল। শ্রীলঙ্কা সরকার একটি ত্রিপক্ষীয় কর্মীবাহিনী গঠন করেছে, যারা মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত শ্রমিকদের বেতন মৌলিক মজুরির ৫০ শতাংশে দিতে সম্মত হয়েছে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL), ২০২০এ)। মিয়ানমারে এসিটি সদস্য ব্র্যান্ড এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL)-এর সাথে যুক্ত মিয়ানমার শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন (আইডব্লিউএফএম)-এর মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে নভেম্বর ২০১৯ সালে স্বাক্ষরিত একটি সংগঠন করার স্বাধীনতা প্রোটোকল দুটি ফ্যাক্টরিতে বরখাস্ত হওয়া আইডব্লিউএফএম সদস্যদের সফল পুনর্বহালের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে।.[21] ইউনিয়ন এবং বিশ্বব্যাপী পোশাক ব্র্যান্ডগুলির মধ্যে বিদ্যমান সংলাপ সম্ভবত ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL)-এর সাথে যুক্ত প্রতিষ্ঠান এবং মালিকপক্ষের মধ্যে তুলনামূলকভাবে দ্রুত চুক্তি প্রণয়নে অবদান রেখেছে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL), ২০২০বি)।

বাংলাদেশের মতো একটি বিদ্যমান এসিটি কাঠামো থেকে পুনরায় নির্মাণাধীন পোশাক শিল্পক্ষেত্রে বিজিএমইএ এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) বাংলাদেশ কাউন্সিল ২০২০ সালের মে মাসে একটি এমওইউতে চুক্তি করেছিল, যা শ্রমিক ছাঁটাই এড়াতে এবং পোশাক শ্রমিকদের এপ্রিল ২০২০-এর বেতন প্রদানের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিল। মজার বিষয় হলো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) এবং বিজিএমইএ, উভয় প্রতিনিধিই প্রস্তুতকারক এবং ইউনিয়নের স্বার্থের মধ্যে সঙ্গম লক্ষ্য করেছেন, যা কিছুটা ব্র্যান্ডগুলির দ্বারা সম্পূর্ণ এবং প্রক্রিয়াধীন অর্ডার বাতিলের বিষয়ে উভয়পক্ষের আপত্তি দ্বারা ঘটেছে। (ফেয়ার ফ্যাশন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, ২০২০; ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) প্রতিনিধি, সাক্ষাৎকার, ১৪ আগস্ট, ২০২০)।

অন্যান্য দেশে, কোভিড-১৯ মোকাবেলার পদক্ষেপগুলির উপর জাতীয় স্তরের সামাজিক সংলাপকে আলোচনার চেয়ে পরামর্শ হিসাবে আরও উপযুক্ত হিসেবে দেখা হয়েছে এবং এটি আরও ব্যাপক সহযোগিতামূলক ঘোষণার দিকে পরিচালিত করেছে। আইএলও বেটার ওয়ার্ক ইন্দোনেশিয়া প্রোগ্রাম সম্প্রতি গার্মেন্টস এবং ফুটওয়্যার ইউনিয়ন- এপিআইএনডিও, আপই, এবং এপিআরআইএসআইএনডিও-এর মধ্যে একটি সংলাপ পরিচালিত করেছে- যার ফলে ইন্দোনেশিয়ার গার্মেন্টস এবং ফুটওয়্যার সেক্টর পুনরুদ্ধারের জন্য একটি যৌথ প্রতিশ্রুতি গৃহীত হয়েছে (আইএলও, ২০২০জে)। প্রতিশ্রুতিটি পেশাগত নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য নির্দেশিকা এবং বিরোধের সমাধানে সামাজিক সংলাপের প্রতি আনুগত্যকে অনুপ্রাণিত করে (আইএলও, ২০২০কে)। পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন (পিডব্লিউএফ) এবং পাকিস্তান মালিক ফেডারেশন (ইএফপি) একসাথে কাজ করার অভিপ্রায় জানিয়ে পাকিস্তানে একটি যৌথ ঘোষণা জারি করেছে (আইএলও, ২০২০এল)।

কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং ভিয়েতনামে সেক্টরাল ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়েছে বা স্টেকহোল্ডাররা বিভক্ত হয়ে গেছে। মায়ানমারে ন্যূনতম মজুরি আলোচনা একেবারে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে (ওয়াথান, ২০২০)। কম্বোডিয়ায় ইউনিয়নগুলির আপত্তিতে জিএমএসি অনুরোধ করেছে যে, শ্রম ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ মন্ত্রণালয় (এমওএলভিটি) যেন নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ২০২২ পর্যন্ত বিলম্বিত করে (রিকসমে, ২০২০)। এমওএলভিটি বার্ষিক মজুরি আলোচনার আগে গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকদের উপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব সম্পর্কে একটি সমীক্ষা চালাতে চায় (শেং, ২০২০)। ইতিমধ্যে ভিয়েতনামে ২০২০ সালের আগস্টে জাতীয় মজুরি কাউন্সিল ২০২১ সালে আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরি না বাড়াতে এবং তাদের ২০২০ সালের স্তরে আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরি ধরে রাখার পক্ষে ভোট দেয়। এ বিষয়ে খুব কম আলোচনা হয়েছে, এমন বিবৃতি দিয়ে ভিজিসিএল ভোটে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায়। মহামারী সম্পর্কে আরও তথ্য পাওয়া না যাওয়া পর্যন্ত ইউনিয়ন আলোচনায় বিলম্বের প্রস্তাব করেছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল (নগুই লাও ডং, ২০২০)।

কোভিড-১৯-এর সম্মিলিত শিল্প পদক্ষেপ

কোভিড-১৯ সংকটের প্রথম দিকে এশিয়া এবং সারা বিশ্বে ইউনিয়ন এবং শ্রম আইনজীবীরা ব্র্যান্ডগুলির দ্বারা পোশাক উৎপাদন চুক্তি একতরফা বাতিলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল, যাতে পোশাক ক্রেতারা বিদ্যমান চুক্তিগুলিকে গ্রাহ্য করে, প্রক্রিয়াধীন অর্ডারের জন্য অর্থ প্রদান করে এবং

21 এসিটি- অথবা অ্যাকশন, কোলাবরেশন, ট্রান্সফরমেশন- হলো ফ্যাশন ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতা এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে একটি বিশ্বব্যাপী চুক্তি, যার লক্ষ্য শিল্প স্তরের যৌথ দরকষাকষি এবং ক্রয় চর্চা সংস্কারের মাধ্যমে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মজুরি বৃদ্ধি করা।

সরবরাহকারীদের নাজুক অবস্থায় ও শ্রমিকের আয়ে সহায়তা করে। (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL), ২০২০সি)। উপরে যেমনটি বলা হয়েছে, এই সর্বজনীন #PayUp প্রচারাভিযানগুলি কয়েক ডজন প্রধান ব্র্যান্ডকে চুক্তিগুলিকে সম্মান করতে অনুপ্রাণিত করেছে এবং বৈশ্বিক পোশাক বাণিজ্যে স্থায়িত্ব এবং শোভন কাজের চাহিদা- এবং এর পাশাপাশি মূল বাণিজ্যিক মানের বিষয়ে একটি নতুন কথোপকথনে যুক্ত করেছে। [22]

বিশ্বব্যাপী পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলিকে স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের জন্য যৌথ আন্তর্জাতিক ইচ্ছা এবং সম্পদগুলিকে কাজে লাগাতে সাহায্য করার প্রয়াসে আইএলও কোভিড-১৯: বৈশ্বিক পোশাক শিল্পে পদক্ষেপ গঠনে সাহায্য করেছে। কল টু অ্যাকশন ২০২০ সালের এপ্রিলে আন্তর্জাতিক মালিক সংস্থা (আইওই), আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) এবং আন্তর্জাতিক বৈশ্বিক ইউনিয়নের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।

আইএলও-এর আহ্বানে গঠিত এবং আইওই এবং আইটিইউসি-এর দ্বারা সমন্বিত কল টু অ্যাকশনে ১২৫-এর বেশি স্বাক্ষরকারী এবং এর ত্রিপক্ষীয়-প্লাস ওয়ার্কিং গ্রুপের লক্ষ্য হলো "কোভিড-১৯ মহামারী দ্বারা সৃষ্ট অর্থনৈতিক বিঘ্ন থেকে প্রস্তুতকারকদের বাঁচাতে এবং গার্মেন্টস শ্রমিকদের আয়, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান রক্ষা করার জন্য বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্প জুড়ে পদক্ষেপ নিতে উৎসাহিত করা"। [23] এর দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য হলো "আরও ন্যায্য এবং স্থিতিস্থাপক পোশাক শিল্পের জন্য সামাজিক সুরক্ষার টেকসই ব্যবস্থার উপরে কাজ করা"।

বিশেষত, কল টু অ্যাকশনে স্বাক্ষরকারীরা "শ্রমিক ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিদের দ্রুত আয়-সহায়তা প্রদানের জন্য জরুরি ত্রাণ তহবিল, ঋণ এবং স্বল্পমেয়াদী ঋণের মাধ্যমে দ্রুত এবং উদ্ভাবনী তহবিল সংগ্রহে সহায়তা করার জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সরকার এবং দাতাদের সাথে মিলে কাজ করার" ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (আইএলও, ২০২০এম)। গোষ্ঠীটি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে আটটি দেশের একটি দল চিহ্নিত করেছে- বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইথিওপিয়া, হাইতি, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মায়ানমার এবং পাকিস্তান- যাদের পুনরুদ্ধার তহবিলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন (আইএলও, ২০২০এন)। জাতীয়-স্তরের কিছু কল টু অ্যাকশন গ্রুপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নেয়া পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে আয় সহায়তা এবং ব্যবসার ধারাবাহিকতা সম্পর্কিত শিল্প চাহিদা চিহ্নিত করা এবং অর্থায়ন ব্যবস্থা দ্রুত করার জন্য সরকার এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে মিলে কাজ করা।

২০২০ সালের মে মাসে মায়ানমারের শিল্প শ্রমিক ফেডারেশন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত পোশাক শ্রমিকদের "বেতনের ক্ষতি পূরণ করার" লক্ষ্যে কাজ করার জন্য বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় পোশাক ব্র্যান্ডের সাথে চুক্তিতে পৌঁছেছে। চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদেরকে শর্ত অনুযায়ী পোশাক শিল্পে সামাজিক সুরক্ষার উন্নয়নে সহায়তা এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিধিমালার মেনে চলতেও উৎসাহিত করতে হবে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL), ২০২০ডি)। পরিশেষে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL)-এর নেতৃত্বাধীন এসিটি প্রক্রিয়ায় ব্র্যান্ড এবং সরবরাহকারীরা এসিটি-এর ২০১৯ সংগঠন করার স্বাধীনতা বিষয়ক নির্দেশনাকে এগিয়ে নেয়ার অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে (ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL), ২০১৯)।

▶ উপসংহার: পোশাক শিল্পের জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ

কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় আইএলও আন্তর্জাতিক শ্রম মানদণ্ডের ভিত্তিতে চারটি স্তম্ভ সহ একটি নীতি কাঠামো প্রস্তাব করেছে: (ক) অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানকে উদ্দীপিত করা; (খ) সহায়ক উদ্যোগ, চাকরি এবং আয়; (গ) কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা; (ঘ) সমাধানের জন্য সামাজিক সংলাপের উপর নির্ভর করা (আইএলও, ২০২০এইচ দেখুন)। যেহেতু মহামারীটি স্বাস্থ্যের পাশাপাশি বিশ্ব জনসংখ্যার অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুস্থতার উপর প্রভাব ফেলছে, তাই এই চারটি স্তম্ভ ধরে অবিরাম সম্পদ এবং কর্মকাণ্ড একত্রিত করে চলা গার্মেন্টস ক্ষেত্র সহ অন্যান্য চাকরি এবং জীবিকা রক্ষার মূল চাবিকাঠি। গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে সংকটের প্রতিকূল প্রভাব প্রশমিত করার মূল চাবিকাঠি হলো উদ্যোগগুলির জন্য অব্যাহত সমর্থন ও সেইসাথে সকলের জন্য সামাজিক সুরক্ষার হাত প্রসারিত করা। পোশাক শিল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারী শ্রমিক সহ এই খাতের সকল শ্রমিকের চাহিদা পূরণের জন্য সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

এছাড়াও, আইএলও তার কন্সটিটুয়েন্টেদের প্রতি সমর্থনের জন্য বিভিন্ন সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে (আরো বিস্তারিত জানার জন্য আইওএল, ২০২০ও দেখুন)। আইএলও-ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম তার অংশগ্রহণকারী দেশগুলির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং সঙ্কট মোকাবেলা এবং শ্রমিকদের সুরক্ষায় শ্রমিক, কারখানা এবং ব্র্যান্ডগুলিকে সহায়তা প্রদান করছে। আইএলও শিল্প সংলাপ, আলোচনা এবং মতবিনিময়ের জন্য ফোরামও আহ্বান করেছে, সেইসাথে ব্যবহারিক কারখানা নির্দেশিকার একটি সিরিজও প্রকাশ করেছে, যার লক্ষ্য উন্নত ক্যাশ ফ্লো ব্যবস্থাপনা, আয় ও বাজার বৈচিত্র্য, কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ, এবং উৎপাদনের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা ও দক্ষতার মাধ্যমে বাণিজ্যের দীর্ঘস্থায়িত্বকে সমর্থন করা। (আইএলও, ২০২০পি)।

আইএলও কল টু অ্যাকশন পরিচালনা ও একে সহায়তা করে। কল টু অ্যাকশন একটি আন্তর্জাতিক বহু-স্টেকহোল্ডার ভিত্তিক উদ্যোগ, যার লক্ষ্য শ্রমিকদের আয়, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান রক্ষা করার জন্য শিল্প-ব্যাপী পদক্ষেপকে উৎসাহিত করা এবং

22 শ্রমিক অধিকার কনসোর্টিয়াম: https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/
বহু-স্টেকহোল্ডার জোট: https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/responsible-purchasing-practices/garment-industry-coalition-statement/
23 এর মধ্যে "সমাপ্ত পণ্য এবং পণ্য উৎপাদনের" জন্য প্রস্তুতকারকদের অর্থ প্রদানের জন্য ব্র্যান্ডগুলির একটি বাধ্যবাধকতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কোভিড-১৯ সংকটের সময় টিকে থাকার জন্য মালিকপক্ষকে সহায়তা করা এবং আরও ন্যায্য এবং দীর্ঘস্থায়ী পোশাক শিল্পের জন্য সামাজিক সুরক্ষার টেকসই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একসঙ্গে কাজ করা। এটি বিশ্বজুড়ে শিল্প-ব্যাপী সহযোগিতার একটি ইতিবাচক উদাহরণ, তবে এর উদ্দিষ্ট লক্ষ্যগুলি অর্জনে সফল হওয়ার জন্য চলমান প্রতিশ্রুতি এবং সমন্বিত স্টেকহোল্ডার পদক্ষেপের প্রয়োজন হবে।

পোশাকের জন্য ভোক্তাদের চাহিদা হ্রাসের পাশাপাশি ভাইরাসের বিস্তার রোধ করার জন্য কর্মক্ষেত্র বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তার ফলে পোশাক উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানে তীব্র হ্রাস ঘটেছে, যা ২০০৮-০৯-এর আর্থিক সঙ্কটের তুলনায় এই শিল্পের গতিপথকে আরও খাড়াভাবে নিম্নগামী করেছে। এই পতনের গভীরতা এবং এই খাতে চূড়ান্ত পুনরুদ্ধারের গতি এবং আকার সম্ভবত ২০২১ বা ২০২২ সালের আগে (পুরোপুরি) দৃশ্যমান হবে না। সরকার ও শিল্পগত হস্তক্ষেপ সঙ্কট দূর করতে কার্যকর এবং পর্যাপ্ত হয়েছে কিনা, তা পরিমাপ করতে গবেষকদের আরও সময় এবং উপাত্তের প্রয়োজন হবে।

এখন পর্যন্ত মহামারীর বিস্তৃতি এবং প্রভাবের মাত্রা বিবেচনা করে, বৈশ্বিক পোশাক শিল্প আগামী বছরগুলিতে কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের মুখোমুখি হতে পারে, যা আংশিকভাবে ২০২০-এর আগে থেকেই এই সেক্টরে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী ধারাগুলোর দ্বারা রূপায়িত। বৃহত্তর সমতা, অন্তর্ভুক্তি এবং স্থায়িত্বের দিকে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইন কাঠামো পুনর্বিবেচনা করার গণ-আহ্বান দিন দিন জোরালো হচ্ছে, অন্যদিকে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন কিভাবে এবং কোথায় উৎপাদন হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় কারখানার কর্মীবাহিনী কী ভূমিকা পালন করে, তার সম্ভাবনাগুলিকে পুনর্গঠন করছে। শিল্পের এই পুনর্গঠনে দীর্ঘদিনের চ্যালেঞ্জগুলিকেও বিবেচনায় নেওয়া উচিত এবং পরিবহন ও যোগাযোগ অবকাঠামো, নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, এবং শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তাকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যেগুলোর অভাব উচ্চ মূল্য সংযোজন পণ্য ও পরিষেবার দিকে শিল্পের স্থানান্তরকে রুখে দিতে পারে। মহামারী দ্বারা সৃষ্ট ক্রমাগত ব্যাঘাতের ফলে উদ্ভূত সম্ভাব্য পরিস্থিতিগুলি সম্পূর্ণরূপে বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন।

মহামারী-পরবর্তী বৈশ্বিক পোশাক শিল্প একটি নতুন- এবং সম্ভবত আরও টেকসই ও স্থিতিস্থাপক পথ তৈরি করার জন্য একটি মৌলিক পুনর্গঠনের মধ্য দিয়ে যাবে কিনা বা এটি মূলত পূর্বের "গতানুগতিক ধারার বাণিজ্যে" ফিরে আসবে কিনা, তা দেখা বাঁকি রয়েছে। শিল্প এখন যে পথেই চলুক না কেন, শ্রমিক এবং কারখানাগুলি এর প্রভাবের প্রথম সারিতে থাকবে।

পোশাক শিল্পের মানবকেন্দ্রিক ভবিষ্যতের জন্য সম্মিলিত সমাধান খুঁজে বের করার লক্ষ্যে দিনশেষে জাতীয় সরকার, শ্রমিক এবং মালিকপক্ষকে অন্যান্য শিল্পে ক্ষমতার পরিচালক ও নিয়ন্ত্রকদের সঙ্গে একসাথেই কাজ করতে হবে। এটি এমন একটি মানবকেন্দ্রিক ভবিষ্যত, যা এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মঙ্গলের জন্য একটি রূপান্তরকারী শক্তি হিসেবে কাজ করার অঙ্গীকার রাখতে পারে।

গ্রন্থ বিবরণী/রেফারেন্স তালিকা

এএফপি। ২০২০। “করোনাভাইরাস: শ্রীলঙ্কা ১১ মে পর্যন্ত লকডাউন বাড়িয়েছে।” *খালিজ টাইমস,* ১ মে।

আমেদ, ইমরান, আচিম বার্গ, অনিতা বালচান্দানি, সাসকিয়া হেড্রিচ, ফেলিক্স রোলকেন্স, রব ইয়ং এবং জ্যাকব ই. জেনসেন। ২০২০। *দ্য স্টেট অফ ফ্যাশন 2020 করোনাভাইরাস আপডেট, ৪৭।*

অ্যানার, মার্ক। ২০২০। পরিত্যক্ত? *গ্লোবাল গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনের নিম্নস্তরে শ্রমিক এবং ব্যবসার উপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব।* পেনস্টেট সেন্টার ফর গ্লোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস সিজিডব্লিউআর, ২৭ মার্চ।

পোশাক সম্পদ নিউজ-ডেস্ক। ২০২০। “এপ্রিলের জন্য শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে সরকারী প্রস্তাব।” *পোশাক সম্পদ* (বাংলাদেশ), ৩০ এপ্রিল।

বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সংগঠন (বিজিএমইএ)। ২০২০। “বিজিএমইএ অভিযোগ অস্বীকার করে।” দ্য *গার্ডিয়ান,* ১১ জুলাই।

বিউমন্ট, পিটার। ২০২০। “ডিএফআইডি স্কিম যুক্তরাজ্যের সাহায্য দিয়ে ধনী কোম্পানির পকেট ভরার দায়ে অভিযুক্ত।” দ্য *গার্ডিয়ান,* ১৪ আগস্ট।

বেটার বায়িং ইনস্টিটিউট। ২০২০এ। *বিশেষ প্রতিবেদন, অর্থপ্রদান ও শর্তাবলী এবং নতুন চর্চার প্রয়োজনীয়তা।*

——— । ২০২০বি। *খরচ এবং ব্যয় সংক্রান্ত আলোচনা এবং নতুন চর্চার প্রয়োজনীয়তা।*

বেটার ফ্যাক্টরিস কম্বোডিয়া। ২০২০। আসন্ন: *কম্বোডিয়ায় কোভিড-১৯ এবং পোশাক খাত: শ্রমিকদের দৃষ্টিতে।*

বিজিএমইএ প্রতিনিধিরা। ২০২০। কর্নেল নিউ কনভারসেশন প্রকল্পের সাথে সাক্ষাৎকার। ২২ জুলাই।

ভট্টাচার্য, পার্থ প্রতিম ও তুহিন শুভ্র অধিকারী। ২০২০। “শাটডাউন ৩০ মে পর্যন্ত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।” *ডেইলি স্টার,* ১৩ মে।

বোরেল, জোসেপ। ২০২০। “'টিম ইউরোপ- কোভিড-১৯ সমর্থনকারী অংশীদার দেশ এবং ভঙ্গুর জনসংখ্যার প্রতি বিশ্বব্যাপী ইইউ প্রতিক্রিয়া।” ইইএএস- ইউরোপীয় এক্সটার্নাল অ্যাকশন সার্ভিস- ইউরোপীয় কমিশন, ১১ এপ্রিল।

ব্যবসা এবং মানবাধিকার সম্পদ কেন্দ্র (বিএইচআরআরসি)। ২০২০। “কোভিড-১৯ ট্র্যাকার”, পাওয়া যাবে এখানে: https://covid19.business-humanrights.org।

বিআর ওয়েব ডেস্ক। ২০২০। “শ্রমিকদের ছাঁটাই এড়াতে এসবিপি নতুন পুনঃঅর্থায়ন প্রকল্প চালু করেছে।” *ব্রেকর্ডার,* ১০ এপ্রিল।

কেয়ার। ২০২০। *কোভিড-১৯ চলাকালীন গার্মেন্টস কর্মীদের চাহিদা মূল্যায়ন। কম্বোডিয়া* কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল।

সেপেডা, মারা। ২০২০। “হাউস মহামারী মোকাবেলায় ১.৩-ট্রিলিয়ন পেসো অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ অনুমোদন করেছে।” *র‍্যাপলার,* ৪ জুন।

চিউ, এমি। ২০২০। “করোনাভাইরাস: ইন্দোনেশিয়ান অভিবাসী শ্রমিকদের বাড়িতে না ফেরার আহ্বান জানানো হয়েছে।” *সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট,* ৩১ মার্চ।

চেং, নিম। ২০২০। “মজুরি আলোচনার আগে কোভিড-১৯-এর প্রভাব অধ্যয়ন করার জন্য মন্ত্রণালয়।” *নম পেন পোস্ট,* ২০ জুলাই।

পরিচ্ছন্ন পোশাক অভিযান। ২০২০। *মহামারীতে কম বেতন দেওয়া: গার্মেন্টস শিল্প তার শ্রমিকদের কাছে কতটা ঋণী, তার একটি অনুমান।*

ডেভিড, সেন। ২০২০। “নববর্ষের দিনে ৯০ শতাংশ গার্মেন্টস শ্রমিক কাজে আসেনা।” *খেমার টাইমস,* ১৩ এপ্রিল।

ডিএফডিএল। ২০২০এ। “ডিএফডিএল কম্বোডিয়া: কোভিড-১৯ দ্বারা গুরুতরভাবে প্রভাবিত কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্য কর্মসংস্থান চুক্তি এবং এনএসএসএফ অবদানের অর্থপ্রদান স্থগিত করার বিষয়ে নতুন নির্দেশ।” ২২ এপ্রিল।

——— । ২০২০বি। “মিয়ানমার আইনি আপডেট: কোভিড-১৯- গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী-সম্পর্কিত মিয়ানমারের আইন ও এর প্রতি আনুগত্য- ১০টি মূল প্রশ্ন।” ১ এপ্রিল।

ইকনমিনেক্সট। ২০২০। “কারখানা ও উত্পাদন ব্যবসার জন্য শ্রীলঙ্কার করোনাভাইরাস সংক্রান্ত স্বাস্থ্য বিধি।” *ইকনমিনেক্সট,* ২ মে।

ইউরোপীয় কমিশন। ২০২০। “কম্বোডিয়ার ইইউ বাজারে শুল্ক-মুক্ত প্রবেশাধিকার হারানোর বিষয়ে প্রেস রিলিজ”। ১২ আগস্ট।

ফেয়ার ফ্যাশন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক। ২০২০। ফেয়ার ফ্যাশন থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কোভিড-১৯ পডকাস্ট, জুন।

ফেয়ার লেবার অ্যাসোসিয়েশন (এফএলএ)। ২০২০। "কোভিড-১৯ মহামারীর প্রতিক্রিয়া হিসেবে শ্রমিকদের জন্য বিধান সংক্রান্ত দেশ-নির্দিষ্ট আপডেট", পাওয়া যাবে এখানে: https://www.fairlabor.org/blog/entry/country-specific-updates-provisions-workers-response-covid-19-pand emic

ফেয়ার ওয়্যার ফাউন্ডেশন। ২০২০। "কোভিড-১৯ কীভাবে মহিলা গার্মেন্টস শ্রমিকদের প্রভাবিত করে?", পাওয়া যাবে এখানে: https://www.fairwear.org/ covid-19-dossier/worker-engagement-and-monitoring/gender-analysis/

ফাখরি, সিয়ারিফাহ আর.। ২০২০। "নতুন স্বাভাবিকতা: ইন্দোনেশিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোভিড-১৯ কালীন কর্মক্ষেত্রের নির্দেশিকা জারি করেছেন।" এসএসইকে, ২৭ মে।

ফাইবারটুফ্যাশন নিউজ ডেস্ক। ২০২০এ। "ভিয়েতনামে টেক্সটাইল-গার্মেন্ট রপ্তানি কমে যাওয়ার ফলে কর্মসংস্থান হুমকির মুখে।" ফাইবারটুফ্যাশন, ১৪ জুলাই।

——— । ২০২০বি। "ইইউ মায়ান কু তহবিল ৪৫,০০০ মায়ানমারিজ শ্রমিকদের অর্থ প্রদান করে।" ফাইবারটুফ্যাশন, ১৩ আগস্ট।

ফরস্টেটার, মায়া। ২০১০। "টেক্সটাইল এবং পোশাক খাতে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব", বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের সেক্টরাল কাভারেজ, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

কম্বোডিয়ায় প্রশাক প্রস্তুতকারক সংগঠন (GMAC) প্রতিনিধি। ২০২০। কর্নেল নিউ কনভারসেশন প্রজেক্টের (NCP) সাথে সাক্ষাৎকার। ২৩ জুলাই।

গার্মেন্টস শ্রমিকদের দিনলিপি। ২০২০। "দুই মাস হয়ে গেলো: শ্রমিকদের উপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব: গার্মেন্টস শ্রমিকদের দিনলিপি।" https://workerdiaries.org

হায়দার, মেহতাব। ২০২০। "প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান জ্বালানি প্রতি লিটারে ১৫ রুপি হ্রাস সহ ১.২ ট্রিলিয়ন রুপির ত্রাণ প্যাকেজ উন্মোচন করেছেন।" দ্য নিউজ, ২৫ মার্চ।

হাসনাইন, নেহাল। ২০২০। "আইন শৃঙ্খলা ব্যাহত হওয়ার ভয়।" *বণিক বার্তা*, ২০ মে।

হেসান, মেহেদী। ২০২০। "বিবি শ্রমিকদের জুলাই মাসের মজুরির জন্য ৩,০০০ কোটি টাকার ঋণ তহবিল তৈরি করে।" *ঢাকা ট্রিবিউন*, ২৪ জুলাই।

ইল্লানপেরুমা, শিরান। ২০২০। "সাক্ষাৎকার: সরকারী নীতির কারণে শ্রীলঙ্কার রপ্তানি রিবাউন্ড: অফিসিয়াল।" *জিনহুয়া নেট*, ২৬ জুলাই।

আইএলও। ২০২০এ। কোভিড-১৯ *এবং গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন: কিভাবে চাকরির সংকট কিভাবে সীমান্ত পাড়ি দেয়।*

——— । ২০২০বি। *বাণিজ্য ও গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে কোভিড-১৯-এর প্রভাব।*

——— । ২০২০সি। *বিশ্ব কর্মসংস্থান এবং সামাজিক আউটলুক প্রবণতা ২০২০।*

——— । ২০২০ডি। *একটি জেন্ডার-প্রতিক্রিয়াশীল কর্মসংস্থান পুনরুদ্ধার: আরও ন্যায়সঙ্গত পুনর্নির্মাণ।*

——— । ২০২০ই। *আইএলও সহিংসতা ও হয়রানি কনভেনশন, ২০১৯ নং ১৯০: যে ১২টি উপায়ে এটি কোভিড-১৯ মোকাবেলা এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে পারে।*

——— । ২০২০এফ। *সহিংসতা এবং হয়রানিমুক্ত নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর কাজের পরিবেশ।*

——— । ২০২০জি। আন্তর্জাতিক শ্রম মানের প্রয়োগ: কনভেনশন এবং সুপারিশের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ কমিটির ২০২০ সালের প্রতিবেদন, আইএলসি১০৯/III/বি।

——— । ২০২০এইচ। *আইএলও মনিটর: কোভিড-১৯ এবং কর্মবিশ্ব। পঞ্চম সংস্করণ।*

——— । ২০২০আই। "ভবিষ্যত সংকট প্রতিরোধে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে প্লাগ সোশ্যাল প্রোটেকশন গ্যাপ সংক্রান্ত প্রেস রিলিজ, আইএলও বলে"। ১৪ মে।

——— । ২০২০জে। "কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানিমুখী পোশাক/পাদুকা খাতের পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য অভিন্ন প্রচেষ্টার বিষয়ে ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক সমিতির যৌথ প্রতিশ্রুতি এবং ত্রিপক্ষীয় আলোচনার স্বাক্ষর অনুষ্ঠান।"

সেমিনার, ৬ আগস্ট।

——— । ২০২০কে। "ইন্দোনেশিয়ার গার্মেন্টস এবং পাদুকা শিল্পের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার করতে নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের উপর প্রেস রিলিজ"। ১১ আগস্ট।

——— । ২০২০এল। "দেশ নীতিমালাগত প্রতিক্রিয়া: কোভিড-১৯ এবং কর্মবিশ্ব", পাওয়া যাবে এখানে: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#ID

——— । ২০২০ এম। "কোভিড-১৯ বৈশ্বিক গার্মেন্টস শিল্পে পদক্ষেপ; পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান", পাওয়া যাবে এখানে: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm।

——— । ২০২০এন। "পোশাক শিল্প কল টু অ্যাকশন দ্বারা অগ্রাধিকারভুক্ত দেশ চিহ্নিত করা সংক্রান্ত প্রেস রিলিজ"। ১৪ মে।

——— । ২০২০ও। *কোভিড-১৯ এবং টেক্সটাইল, পোশাক, চামড়া ও পাদুকা শিল্প।*

——— । ২০২০পি। *কোভিড-১৯-এর সময় এবং পরে স্থিতিস্থাপকতা তৈরির জন্য গার্মেন্টস কারখানাগুলির জন্য নির্দেশিকা।*

——— । ২০১৮। "গার্মেন্ট, টেক্সটাইল এবং ফুটওয়্যার সেক্টরে লিঙ্গ ভিত্তিক পারিশ্রমিকের মধ্যে ব্যবধান", আইএলও এশিয়া-প্যাসিফিক গার্মেন্ট এবং ফুটওয়্যার সেক্টর রিসার্চ নোট ইস্যু ৯।

——— । ২০১৭। *বাধ্যবাধকতা থেকে সুযোগের দিকে: এশিয়ার গার্মেন্ট রপ্তানি শিল্পে কাজের অবস্থার একটি বাজার ব্যবস্থা বিশ্লেষণ।*

——— । ২০১৬। *এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং আরব দেশগুলিতে গার্মেন্ট সেক্টরে মজুরি এবং উত্পাদনশীলতা।*

আইএলও এবং ব্র্যাক, বাংলাদেশ পল্লী অগ্রগতি কমিটি। ২০২০। *কোভিড-১৯-এর সময়ে আরএমজি সেক্টরে কর্মী এবং কর্মক্ষেত্রের একটি দ্রুত মূল্যায়ন।* আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা; ব্র্যাক।

ইন্ডাস্ট্রিঅএএলএল। ২০১৯। "গার্মেন্টস কর্মী, সরবরাহকারী এবং এসিটি ব্র্যান্ডগুলি সংগঠন করার স্বাধীনতার নির্দেশিকাতে সম্মত"। ১৫ নভেম্বর। ইন্ডাস্ট্রিএএলএল। ২০২০এ। "শ্রীলঙ্কার শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য ত্রিপক্ষীয় চুক্তি।" *ইন্ডাস্ট্রিএএলএল,* ২৫ মে।

——— । ২০২০বি। "ইউনিয়ন সফলভাবে মিয়ানমারে গণবরখাস্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে।" *ইন্ডাস্ট্রিএএলএল,* ১১ আগস্ট।

——— । ২০২০সি। "কোভিড-১৯- গার্মেন্টস শিল্পের জন্য একটি অস্তিত্বের সংকট।" *ইন্ডাস্ট্রিএএলএল,* ২৩ মার্চ।

——— । ২০২০ডি। "মিয়ানমারে শ্রমিকদের সুরক্ষা।" *ইন্ডাস্ট্রিএএলএল,* ১৪ মে।

ইন্ডাস্ট্রিএএলএল প্রতিনিধি। ২০২০। কর্নেল নিউ কনভারসেশন প্রজেক্টের (NCP) সাথে সাক্ষাৎকার। ১৪ আগস্ট।

ইসলাম, মুহম্মদ এ.। ২০২০। "করোনাভাইরাস মোকাবেলার পদক্ষেপ বাংলাদেশী কর্মীদের গ্লোবাল ক্লোথিং চেইনের জন্য কঠোর বিকল্পের মুখোমুখি করে: হয় রোগ, না হয় অনাহার।" *দ্য কনভারসেশন,* ৩০ জুন।

আইটিইউসি। ২০২০। ২০১৯ *আইটিইউসি গ্লোবাল রাইটস ইনডেক্স।* আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন।

যৌথ পোশাক সংগঠন ফোরাম (JAAF) প্রতিনিধি। ২০২০। কর্নেল নিউ কনভারসেশন প্রজেক্টের (NCP) সাথে সাক্ষাৎকার। ৪ আগস্ট।

শিল্প মন্ত্রণালয় (কেমেন্তেরিয়ান পেরইন্দাস্ত্রিয়ান)। ২০২০। কোভিড-১৯ মহামারীর মধ্যে টিপিটি রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য সমস্যা, সুযোগ, চ্যালেঞ্জ এবং কৌশল। কেমেন্তেরিয়ান পেরইন্দাস্ত্রিয়ান রিপাবলিক ইন্দোনেশিয়া।

খাম্বে, আলিশা ও নারায়ণসামি, তুলসি। ২০২০। ইউনিয়ন ভেঙ্গে দেয়া এবং অন্যায্য বরখাস্ত: কোভিড-এর সময় গার্মেন্ট শ্রমিকরা। ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পদ কেন্দ্র।

খমের টাইমস। ২০২০। "বর্বর আঘাতে জর্জরিত কম্বোডিয়ার গার্মেন্টস শিল্প বেঁচে থাকার জন্য জরুরি সাহায্য চায়।" খেমার টাইমস, ১৫ জুলাই।

লু, শেং। ২০১৯। "২০১৮ সালে বিশ্ব টেক্সটাইল এবং পোশাক বাণিজ্য সম্পর্কে ডব্লিউটিও-এর রিপোর্ট।" *এফএএসএইচ৪৫৫* গ্লোবাল অ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল ট্রেড অ্যান্ড সোর্সিং, ১৬ আগস্ট।

——— । ২০২০। "কোভিড-১৯ এবং মার্কিন পোশাক আমদানি আপডেট করা হয়েছে: মে ২০২০।" *এফএএসএইচ৪৫৫* গ্লোবাল অ্যাপারেল অ্যান্ড টেক্সটাইল ট্রেড অ্যান্ড সোর্সিং, ৬ মে।

মৌ, ধানি। ২০২০। "মহামারী দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত ফ্যাশন এবং বিউটি ব্র্যান্ড বন্ধ এবং দেউলিয়া।" *ফ্যাশনিস্তা,* ১৭ আগস্ট।

মং, ইয়ে ইয়েন্ট কে.। ২০২০। “মায়ানমারে ইউনিয়নবাদীদের বিরুদ্ধে কোভিড-১৯ অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে।” *টি সার্কেল অক্সফোর্ড,* ৯ জুলাই ২০২০।

মদিনা, আয়মান এফ.। ২০২০এ। “কম্বোডিয়া কোভিড-১৯ এবং ইবিএ দ্বারা প্রভাবিত ব্যবসার জন্য প্রবিধান জারি করে।” *আসিয়ান (এএসইএএন) বিজনেস নিউজ,* ১১ মার্চ।

——— । ২০২০বি। “ইন্দোনেশিয়া কোভিড-১৯-এর প্রভাবকে প্রশমিত করার জন্য দ্বিতীয় প্রণোদনা প্যাকেজ জারি করেছে।” *আসিয়ান (এএসইএএন) বিজনেস নিউজ,* ১৮ মার্চ।

——— । ২০২০সি। “কোভিড-১৯-এর প্রভাব মোকাবেলায় আসিয়ান প্রণোদনা।” আসিয়ান *(এএসইএএন) বিজনেস নিউজ,* ২০ মার্চ।

মৃধা, রেফায়েত ইউ.। ২০২০এ। “অর্ডারগুলি শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে আসতে শুরু করছে, কিন্তু পোশাক কারখানাগুলোতে এখনও ছাঁটাই চলছে।” *ডেইলি স্টার,* ১৪ জুলাই।

——— । ২০২০বি। “বিভ্রান্তিকর, অতিরঞ্জিত, সেকেলে।” *ডেইলি স্টার,* ৩০ আগস্ট।

মনিরথ, মর্মা। ২০২০। “ক্লোজ কোয়ার্টার যাতায়াত, কোভিড-১৯ ঝুঁকি গার্মেন্টস শ্রমিকদের উদ্বিগ্ন করে।” *ভিওডি, ৮ মে*

নাগরাজ, অনুরাধা। ২০২০। “ক্রেইশ (শিশু-যত্ন কেন্দ্র) বন্ধ হওয়াতে ভারতে গার্মেন্ট কারখানায় কর্মরত মায়েরা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে।” *রয়টার্স,* ৩০ জুন।

নিউ এজ। ২০১৯ “বাংলাদেশে মহিলা আরএমজি কর্মীরা প্রসূতি সুবিধা থেকে বঞ্চিত: গবেষণা।” *নিউ এজ,* ২০ অক্টোবর।

এনগুই লাও ডং। ২০২০। “ ২০২১ সালে কি কোনো আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি করা হয়নি?” *থু ভিয়েন ফাপ লুয়াত,* ৬ আগস্ট।

নগুয়েন, হুওং। ২০২০। “মাতসুওকা কর্পোরেশন জাপানী পিপিই প্রস্তুতকারকদের কাছে ভিয়েতনামের আবেদন হাইলাইট করে।” *ভিয়েতনাম ইনভেস্টমেন্ট রিভিউ,* ৩ আগস্ট।

নগুয়েন, জেসন ও কোয়ান লে। ২০২০। “ভিয়েতনামের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্প কোভিড-১৯ দ্বারা কঠিনভাবে আক্রান্ত।” *ইস্ট এশিয়া ফোরাম,* ১৯ মে।

নিলসন, প্যাট্রিসিয়া ও এমিকো তেরাজোনো। ২০২০। “ফাস্ট ফ্যাশনের ২.৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সাপ্লাই চেইনকে পুনরায় একসাথে জোড়া লাগানো যাবে?” *ফাইনানশিয়াল টাইমস,* ১৭ মে।

নিতা, ইউইচি। ২০২০। “সামান্যতম কোনো ত্রুটির সুযোগ নেই দাবি করে সু চি করোনাভাইরাস প্রণোদনার উপর বাজি ধরলেন।” *নিক্কেই এশিয়ান রিভিউ,* ১৩ এপ্রিল।

অভি, ইব্রাহিম, এইচ.। ২০২০। “স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী: ঈদের ছুটিতে আরএমজি কর্মীরা কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না।” *ঢাকা ট্রিবিউন,* ১৬ জুলাই। অক্সফাম। ২০২০। *ক্ষমতা, লাভ, এবং মহামারী: কতিপয় লোকের জন্য কর্পোরেট লাভ থেকে সবার জন্য কার্যকরী একটি অর্থনীতির পথে।* অক্সফাম ইন্টারন্যাশনাল। https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic

প্যাটন, এলিজাবেথ। ২০২০। “ইউনিয়নে গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের চাকরি হারানোর ভয়ে ভীত।” *নিউ ইয়র্ক টাইমস,* ৮ মে।

পিপলস ডিসপ্যাচ। ২০২০। “ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ মিয়ানমারে গার্মেন্টস শ্রমিকদের চাকরি ফিরিয়ে দিয়েছে।” *পিপলস ডিসপ্যাচ,* ১২ আগস্ট। পেটারম্যান, লুসি এবং হিউস, এলিওনোর। ২০২০। “কম্বোডিয়া ভাইরাসের আড়ালে দমনকে আরও কঠোর করেছে: অধিকার দল।” *জাকার্তা পোস্ট,* ১০ জুলাই।

ফিলিপাইন অর্থায়ন বিভাগ। ২০২০। “সরকারি অর্থনৈতিক দল পি২৭.১বি প্যাকেজ বনাম কোভিড-১৯ মহামারী পরিকল্পনা জারি করেছে।” নিউজ এন্ড ভিউজ, ১৬ মার্চ।

ফিলিপাইন শ্রম ও কর্মসংস্থান বিভাগ (ডিওএলই)। ২০২০। “শ্রম উপদেশ নং ১২।”

পলিতজার, মালিয়া। ২০২০। “আমরা এখন একেবারে একা: বাংলাদেশের গর্ভবতী পোশাক শ্রমিকরা বরখাস্তের শিকার।” *দ্য গার্ডিয়ান,* ৯ জুলাই। রেক্সমে, হাল। ২০২০। “পোষাক প্রস্তুতকারীরা কোভিড-১৯-এর কারণে ন্যূনতম মজুরি আলোচনা ২০২১ বিলম্বিত করতে চায়।” ভিওএ, ২৫ জুন।

রহমান, জিয়া ইউ.। ২০২০। “সিন্ধু সরকার লকডাউন সময়কালে মালিকদের জন্য কর্মী ছাঁটাই নিষিদ্ধ করেছে।” *দ্য নিউজ,* ২৪ মার্চ।

রেমিংটন, ক্রিস। ২০২০। “ইইউ-এর কম্বোডিয়া অ্যাকশনে সমর্থন দেওয়ার জন্য দেশগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে।” *ইকোটেক্সটাইল নিউজ,* ২৪ জুলাই।

আরএমজি বাংলাদেশ। ২০২০এ। "লেগার ইউনিটগুলি কম কাজের আদেশের কারণে বার্ষিক লক্ষ্যের ৮০% অর্জনের আশা করছে।" *আরএমজি বাংলাদেশ,* ১৪ জুলাই।

——— । ২০২০বি। "ঈদ-উল-আযহার আগে প্রায় ৬০০টি আরএমজি কারখানা অস্থিরতার ঝুঁকিতে।" *আরএমজি বাংলাদেশ,* ২৩ জুলাই। সালাভেরিয়া, লেইলা ও মেলভিন গ্যাসকন। ২০২০। "বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের জন্য ত্রাণ তহবিল চাওয়া হয়েছে।" ইনকয়ারার নিউজ, ১৫ মার্চ। সেডেক্স। ২০২০। *ব্যবসার উপর কোভিড-১৯-এর প্রভাব সংক্রান্ত সেডেক্স ইনসাইটস রিপোর্ট।*

এসএম ওয়েব ডেস্ক। ২০২০। "ত্রিপক্ষীয় চুক্তির বিবরণ প্রো-রেট মজুরিতে পৌঁছেছে।" *দ্য মর্নিং- শ্রীলঙ্কা নিউজ,* ৯ মে।

শ্রম ও উন্নয়ন সমাজ (এসএলডি)। ২০২০। *ভারতের লকডাউনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের অবস্থা।*

সোভুথি, খাই। ২০২০। "কোভিড-১৯ এর আড়ালে ইউনিয়ন ভাঙার অভিযোগে গার্মেন্টস কারখানা।" *কাম্বোজা নিউজ,* ২২ মে।

সুতৃষ্ণ, বুদি। ২০২০। "কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ইন্দোনেশিয়ার কৌশল: এখন পর্যন্ত আমরা যা জানি।" *জাকার্তা পোস্ট,* ৩ এপ্রিল।

দ্য ইকনমিস্ট। ২০২০। "লাভ অনিশ্চিত জেনেও ফিলিপাইনের ভয়ঙ্কর লকডাউন বেড়েই চলেছে।" *দ্য ইকোনমিস্ট,* ১১ জুলাই।

দ্য ফ্যাশন ল। ২০২০। "খুচরা বিক্রেতাদের বিপত্তি: ফ্যাশন দেউলিয়াদের একটি চলমান তালিকা।" *দ্য ফ্যাশন ল,* ২৩ জুলাই।

টাইমস অনলাইন। ২০২০। "কোভিড-আক্রান্ত শ্রীলঙ্কা কাজের জন্য উন্মুক্ত হতে প্রস্তুত নয়।" *টাইমস অনলাইন,* ২২ এপ্রিল।

উদ্দিন, একেএম জেড.। ২০২০। "আজ থেকে প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে গার্মেন্টস শ্রমিকদের বেতন বিতরণ শুরু হচ্ছে। *ডেইলি স্টার,* ৩ মে। ইউএন উইমেন। ২০২০। *কোভিড-১৯ এবং নারী ও মেয়েদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অবসান করা।* ইউএন উইমেন।

ভিয়েতনাম বস্ত্র ও পোশাক সংগঠন (ভিআইটিএএস) প্রতিনিধি। ২০২০। কর্নেল নিউ কনভারসেশন প্রকল্পের (NCP) সাথে সাক্ষাৎকার। ১০ আগস্ট।

মজুরি নির্দেশক। ২০২০। "করোনা কারখানা জরিপ প্রতিবেদন।" DecentWorkCheck.Org. https://decentworkcheck.org/company-overviews/garment-factories-in-indonesia/garment-indonesia-data-visuals-covid-19-impact

ওয়াথান, মিন। ২০২০। "মিয়ানমারের ন্যূনতম মজুরির সিদ্ধান্ত তিন মাসের বিলম্বের সম্মুখীন।" *মিয়ানমার টাইমস,* ২০ মে।

জিনহুয়া। ২০২০। "টিম ইউরোপ কম্বোডিয়াকে কোভিড-১৯ সংকটে সহায়তা করতে ৪৪৩ মিলিয়ন ইউরো সংগ্রহ করছে।" *জিনহুয়া,* ১১ জুন।

পরিশিষ্ট ১: সরকারি পদক্ষেপ

▶ সারণী এ-১. এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নির্বাচিত কিছু দেশে সরকারি পদক্ষেপের সারসংক্ষেপ

দেশ	শাটডাউন, ব্যতিক্রম	আয়/মজুরি প্রদান, সমর্থন [24]	কর্মসংস্থান সুরক্ষা	কোভিড-১৯ জনিত শ্রমিক ছুটি	শিল্পে নগদ অর্থ, ভর্তুকি
বাংলাদেশ	৩১ মে ২০২০ পর্যন্ত কারখানা বন্ধ থাকার কথা ছিল, কিন্তু প্রায় ২,০০০ কারখানা ২০২০ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে আবার খোলা হয়েছে (অধিকারি ও ভট্টাচার্য, ২০২০)	এপ্রিল-জুলাই ২০২০-এর মধ্যে ছুটিতে থাকা শ্রমিকদেরকে মজুরির ৬০ শতাংশ প্রদান করা হবে (পোশাক সংস্থান নিউজ-ডেস্ক, ২০২০), যা তৈরি পোশাক খাতের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি প্রতি মাসে ৯৫ মার্কিন ডলারের উপর ভিত্তি করে ৫৭ মার্কিন ডলারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ	মালিকপক্ষ জুলাই ২০২০-এর শেষে ঈদের ছুটির আগে কোনো কর্মীকে বরখাস্ত করবেন না (পোশাক সংস্থান নিউজ-ডেস্ক, ২০২০)	ঈদের সময় শ্রমিকদের কারখানা এলাকায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (অভি, ২০২০)	২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত মজুরি পরিশোধের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী ঋণ, নিম্ন-বাজার হারে দুই বছরের বকেয়া সহ সুদের ভর্তুকি প্রদান (উদিন, ২০২০; হেসান, ২০২০)
কম্বোডিয়া	কোনো অফিসিয়াল শাটডাউন ছিল না (ডেভিড, ২০২০)	সরকার প্রতি মাসে ৪০ মার্কিন ডলার দেয় এবং মালিকপক্ষকে স্থগিত কর্মীদের জন্য ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত প্রতি মাসে ৩০ মার্কিন ডলার প্রদান করতে অনুরোধ করে যার পরিমাণ পোশাক খাতের ন্যূনতম মজুরির (১৯০ মার্কিন ডলার) ৩৭ শতাংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ	শ্রমিক চুক্তি স্থগিতকরণ শর্তাবলী শিথিল করা হয়, (আংশিক মজুরি প্রদান বজায় রাখা হয়) এবং সামাজিক বীমার কিস্তিগুলো অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত করা হয় (ডিএফডিএল, ২০২০এ; সুতৃষ্ণ, ২০২০)	কর্মীরা ডাক্তারের নোট উপস্থাপন করে বেতনভুক্ত অসুস্থতাজনিত ছুটি পেতে পারেন; প্রথম মাসে ১০০ শতাংশ মজুরি পাবেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে ৬০ শতাংশ; চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ মাস অবৈতনিক থাকবে (এফএলএএ, ২০২০)।	১২ মাস (ফেব্রুয়ারি ২০২১) পর্যন্ত কর্পোরেট আয়কর প্রদানে হ্রাস (৩০ শতাংশ) (মদিনা, ২০২০এ)।
ইন্দোনেশিয়া	জাতীয় সামাজিক দূরত্ব বাধ্যতামূলক (মার্চ ২০২০), তারপরে প্রাদেশিক পদক্ষেপ, কিন্তু কোন লকডাউনের আদেশ দেওয়া হয়নি (চিউ, ২০২০)	সামাজিক নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান মজুরি সহায়তা ৩ মাসের জন্য প্রদান করা হয়, যা প্রদেশ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ছিল; পশ্চিম জাভা ন্যূনতম মজুরির ৫৫ শতাংশের সমান ৬৮ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করেছে (আইএলও, ২০২০এল)	প্রযোজ্য নয়	সন্দেহভাজন বা প্রকৃত কোভিড-১৯ আক্রান্তের ক্ষেত্রে ৪ মাসের জন্য মজুরির ১০০ শতাংশ সহ অসুস্থতাজনিত ছুটি	৬ মাসের জন্য (অক্টোবর ২০২০) কর্পোরেট (৩০ শতাংশ) এবং কর্মী (১০০ শতাংশ) আয়কর হ্রাস (মদিনা, ২০২০বি)

24 ন্যূনতম মজুরির তথ্য মজুরি নির্দেশক ন্যূনতম মজুরি হার থেকে নেওয়া হয়েছে, যা এখানে পাওয়া যাবেঃ https://wageindicator.org/salary/minimum-wage

মায়ানমার	কারখানা বন্ধ করার আদেশ ১২-৩০ এপ্রিল; পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে মে মাসে পুনরায় খোলা হয়েছে	ইইউ-অর্থায়িত মজুরি প্রভাবিত পোশাক শ্রমিকদের জন্য এপ্রিল-জুন ২০২০-এর জন্য প্রতি মাসে গড়ে ৫৫ মার্কিন ডলার সহায়তা প্রদান করে, যা ন্যূনতম মজুরির ৬৫ শতাংশের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ; ন্যূনতম-মজুরি নির্ধারণ সবার আগে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে (ওয়াথান, ২০২০)	প্রযোজ্য নয়	কোভিড-১৯ জনিত অসুস্থতা অন্তর্ভুক্ত করতে প্রতি বছর ৩০ দিনের অসুস্থতাজনিত ছুটি (ওয়াথান, ২০২০); শ্রমিকদের জন্য চিকিৎসা (কোয়ারেন্টাইন সহ) মজুরির ৬০ শতাংশ সহ ১২ মাস পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে (আইএলও, ২০২০এল)	১ শতাংশ সুদের হার সহ শিল্পে সরকার-ভর্তুকিযুক্ত ঋণ (নিতা, ২০২০)
পাকিস্তান	মার্চ ২০২০-এর লকডাউন এপ্রিল ২০২০-এ শিথিল করা হয়েছে	বরখাস্ত কর্মীদের জন্য ১৮ মার্কিন ডলার মজুরি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে (হায়দার, ২০২০); যদিও সরকার আদেশ দিয়েছে যে লকডাউন চলাকালীন সম্পূর্ণ ন্যূনতম মজুরির অধিকারী শ্রমিকদের ছাঁটাই নিষিদ্ধ (আইএলও, ২০২০এল)	জাতীয় সরকার বন্ধ/ লকডাউনের সময় মালিকপক্ষদের দ্বারা “ছাঁটাই নিষিদ্ধের” এবং সম্পূর্ণ বেতন প্রদানের আদেশ জারি করেছে (আইএলও, ২০২০এল)	বেতনের ৫০ শতাংশে ১৬ দিনের অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং পুরো বেতনে ১০ দিনের নৈমিত্তিক ছুটি (রেহমান, ২০২০)	সরকার কর্মশক্তি এবং বেতন-ভাতা ধরে রাখা মালিকপক্ষদের জন্য ঋণ পরিশোধের সময়সীমা স্থগিত এবং সুদের হার হ্রাসের প্রস্তাব দেয় (বিআর ওয়েব ডেস্ক, ২০২০)
ফিলিপাইন	মার্চ ২০২০-এ লকডাউন এবং সামাজিক দূরত্ব; ২০২০ সালের জুনে আংশিক শিথিল; কিছু এলাকায় জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বিধিনিষেধ মেনে চলার প্রত্যাশা (দ্য ইকনমিস্ট, ২০২০)	ক্যাম্প (CAMP) প্রণোদনা কার্যক্রম একবারে সকল কমানো, স্থগিত কাজের জন্য ১০৩ মার্কিন ডলার পরিশোধ করে, যা সেন্ট্রাল লুজোনে প্রতি মাসে ১৫১ মার্কিন ডলার ন্যূনতম মজুরির ৬৮ শতাংশের সাথে মিলে যায় (ফিলিপাইন ডিওএলই, ২০২০); সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বেকার ভাতা ও সুবিধাগুলি পরিশোধ করে (ফিলিপাইন অর্থায়ন বিভাগ, ২০২০)	প্রযোজ্য নয়	অতিরিক্ত অসুস্থতাজনিত ছুটিকে বার্ষিক ছুটির বিপরীতে গণনা করা হয়	এরাইজ (ARISE) প্রণোদনা প্যাকেজ বৃহৎ মালিকপক্ষদের মজুরি ভর্তুকি, বাস্তুচ্যুত শ্রমিকদের জন্য কাজের-বিনময়ে-অর্থ, শূন্য সুদে ঋণ, এবং ব্যাঙ্কগুলির জন্য ঋণের নিশ্চয়তা প্রদান করে (সেপেডা, ২০২০)
শ্রীলঙ্কা	মার্চ ২০২০-এর আংশিক লকডাউন মে 2020-এ শিথিল করা হয়েছে, কিন্তু মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (FTZ) সম্পর্কিত কাজ অব্যাহত ছিল (এএফপি, ২০২০; ইল্লানপেরুমা, ২০২০)	কোভিড-১৯-এর প্রভাবে হারানো কর্মদিবসের জন্য মূল মজুরির ৫০ শতাংশ বা কমপক্ষে ৭৮ মার্কিন ডলার পরিশোধ (এসএম ওয়েব ডেস্ক, ২০২০); পোশাক খাতে বর্তমান ন্যূনতম মজুরি ৬৬ মার্কিন ডলার থেকে ৮২ মার্কিন ডলারের মধ্যে	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	এফটিজেড এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ “প্রয়োজনীয়” হিসেবে মনোনীত এবং তাই লকডাউনের আওতা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে (ইল্লানপেরুমা, ২০২০)

ভিয়েতনাম	মার্চ ২০২০-এর লকডাউন ২০২০ সালের এপ্রিলের শেষের দিকে শিথিল করা হয়েছে	বরখাস্তকৃত কর্মীরা ৩ মাসের জন্য ১ মিলিয়ন ভিয়েতনামিজ ডং (প্রতি মাসে ৪৩ মার্কিন ডলার) পান; ছুটিতে থাকা কর্মী বা যাদের কর্মঘন্টা কম, তারা ১.৮ মিলিয়ন ভিয়েতনামিজ ডং (প্রতি মাসে ৭৭ মার্কিন ডলার) পান; নিয়োগকর্তাদের অবশ্যই সরকারি অবদানের সাথে মিল থাকতে হবে এবং প্রাপ্ত মোট মজুরি আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরির ৮৫ শতাংশের কম হতে পারবে না (আইএলও, ২০২০এল); জাতীয় মজুরি কাউন্সিল ২০২১ সালে আঞ্চলিক ন্যূনতম মজুরি না বাড়াতে ভোট দিয়েছে, তবে সিদ্ধান্তটি সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে (নগুই লাও ডং, ২০২০)	প্রযোজ্য নয়	ছাঁটাইয়ের পরিবর্তে বেতন বিহীন ছুটি	মালিকপক্ষরা পাঁচ মাসের জন্য বিলম্বিত কর এবং জমি ব্যবহারের ফি প্রদান সহ ট্যাক্স বিরতি পান; সুদের হার ০.৫-১ শতাংশ পয়েন্ট হ্রাস; সামাজিক সুবিধা প্রদান স্থগিত (মদিনা, ২০২০সি)

Sweden
Sverige

Decent Work in Garment Supply Chains Asia project

Contact details

ILO Regional Office for Asia and the Pacific

United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand

T: +66 2288 1234
F: +66 2280 1735
E: BANGKOK@ilo.org
W: www.ilo.org/asiapacific

© International Labour Organization 2020